



# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 24 Issue • 24 January, 2022, Monday • ১০ মাঘ, ১৪২৮, সোমবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## শিক্ষামন্ত্রী জানেন না নেতাজিকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। “ ভারত মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান, আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম সৈনিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।” “ আজাদ-হিন্দ-



ফৌজ’র সর্বাধিনায়ককে ‘অন্যতম সৈনিক’ বলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেওয়া হয়েছে, সাথে একটি ছবি, সেখানে নেতাজির পেছনে গেরায়া রঙের বৃত্ত। নেতাজিকে ‘অন্যতম সৈনিক’ বলা মানে অন্য আরও অনেকের মধ্যে একজন, বছর মধ্যে একজন বলা এই পোস্ট দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বহুজনের মধ্যে একজন বলা হয় না, প্রধান কোনও ব্যক্তিকে ‘অন্যতম’ বলা যায় না, আর নেতাজি তো আজাদ-হিন্দ-ফৌজ’র সর্বাধিনায়ক ছিলেন, তিনি ‘অন্যতম সৈনিক’ নন, ‘সর্বাধিনায়ক, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর এই বোধ • এরপর দুইয়ের পাতায়

## মেয়াদ গেল এক্স-রে প্লেটের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উম্মাপুর, ২৩ জানুয়ারি।। গেমটী জেলা হাসপাতালে অনেক টাকার এক্স-রে প্লেট অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে বলে অভিযোগ। একটার ওপর একটা প্যাকেট পড়ে আছে, তাদের কিছু ‘ডিফেকটিভ’ এবং কিছু ‘এক্সপায়ার্ড’ বলে মন্তব্য করেছেন দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী কামনাশিশ বৈদ্য। তার মতে, দশ-বার প্যাকেট এক্স-রে প্লেট আর কাজে লাগানোর মত নয়, তাদের কিছু প্যাকেট ছিলই না, সেগুলি দিয়ে ছবি উঠে না, আর কিছু প্যাকেটের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। ডিজিটাল এক্স-রে প্লেটের মেয়াদ কী করে ফুরিয়ে যায় তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। কোভিড সময়ে কাশি নিয়ে প্রচুর মানুষ আনেন, তাছাড়াও অস্ট্রার-নভেম্বর মাস থেকেই কাশির প্রকোপ বাড়তে থাকে, তাদের এক্স-রে করানোর কথা অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয়, একটি জেলা হাসপাতালে ব্যবহার হওয়ার আগেই প্লেটের মেয়াদ ফুরিয়ে যায় কী করে, • এরপর দুইয়ের পাতায়

# দোষী সাব্যস্ত ডাক্তার ত্রিপুরা বিভূষণ!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ্যে চলেছে নানান প্রশ্ন। পূর্ণরাজ্য দিবসে রাজা সরকার আদালতে দোষী সাব্যস্ত এক চিকিৎসককে ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান জ্ঞাপন করলো। এই ঘটনায় হতচকিত সমাজের নানান অংশের মানুষ। ভুল চিকিৎসার কারণে ডাঃ প্রতাপ সান্যালের বিরুদ্ধে মামলা হয়, আদালতে তার দোষ প্রমাণিত হয়। এবার দেখা গেলো সেই চিকিৎসক প্রতাপ সান্যালকে পুরস্কারের তোড়ি বাধা ফুল ধরিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। ভুল চিকিৎসা এবং কর্তব্যে গাফিলতির কারণে এক সাংবাদিকের স্ত্রীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে আদালতে এক মামলার বিষিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপ সান্যাল আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়। প্রসঙ্গত, আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক বাণী রায়

চৌধুরী তার স্ত্রীর ভুল চিকিৎসার অভিযোগ এনে গত ২০০৬ সালে আগরতলা পশ্চিম থানায় এফআইআর দায়ের করে বলেছেন, তার স্ত্রী শ্রী শ্রী শ্রী দেবীর পেটে অস্ত্রোপচারের পর কৈয়ার অ্যান্ড কিউর নার্সিংহোমে ডাক্তার প্রতাপ সান্যাল রোগিণীর পেটে সার্জিক্যাল ড্রেনেজ পাইপ রেখেই তাকে ছুটি দিয়েছিলেন। রোগিণী হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পর দিন দশেকের মাথায় তার তলপেটে অসহনীয় ব্যথা অনুভব করতে থাকেন। আবার হাসপাতাল ডাক্তার করে দেখা যায় শল্য চিকিৎসক প্রতাপ সান্যাল অস্ত্রোপচারের পর রোগিণীর পেটে ভুল করে সার্জিক্যাল ড্রেনেজ পাইপ রেখে গেছেন। ডাক্তার প্রদীপ চক্রবর্তী এবং ডাক্তার প্রদীপ ভৌমিকের চিকিৎসার পর কলকাতার ডাক্তার ওম তাঁতী সেইসব সামগ্রী রোগিণীর পেট থেকে বের করে আনেন।



নানা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরা বিভূষণ-ই তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নাগরিক পুরস্কার, নগদে মং পাঁচ

পড়েছিলেন। অপারেশন করে পেটেই রেখে দিয়েছিলেন ড্রেনেজ পাইপ। পেট ব্যাথা নিয়ে পরে সেই রোগী তার কাছে গেলেও , প্রতিকার হয়নি। কলকাতায় গিয়ে আবার অপারেশন করে সেই ড্রেনেজ পাইপ বের করার পর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান রোগী। অভিযোগ, রাজনৈতিক লবি ধরেই এই পুরস্কার জোগাড় হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপি সরকারে আসার পর একসময়ের বামপন্থী পরিচয় দেওয়া অনেক ডাক্তার রামপন্থী হয়েছেন, অনেকের আবার গোপন পরিচয় বেরিয়ে এসেছে, বহুদিনের পুরোনো সংঘ সেবক বলে। ২০০৬ সালে সাংবাদিক বাণী রায় চৌধুরী এই অভিযোগ দায়ের করেন পশ্চিম আগরতলা থানায়। সেই মামলা বছরের পর বছর চলে। ২০১৯ সালে ট্রায়াল কোর্ট ডাঃ সান্যালকে দোষী সাব্যস্ত করে দায়িত্বে অবহেলা

এবং ভুল চিকিৎসার জন্য। একবছরের জেল হয় তার শাস্তি, তবে সেই সাজা তখনই প্রয়াগ না করে তাকে একবছরের প্রবশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, সাথে ১০ হাজার টাকার বন্ড। ডাঃ সান্যাল ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভোক্তা আদালতের রায়ে ২ লাখ ক্ষতিপূরণও দিয়েছেন রোগীকে। ডাঃ সান্যাল একবার হাইকোর্টেও আবেদন করেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করার জন্য। হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে ট্রায়াল কোর্টে মামলা চলার পক্ষেই মত মনে। কিন্তু এই সরকার ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে মঞ্চে তাকে ডেকে এনে তার হাতে যেভাবে পুরস্কার তুলে দিলো, তাতে যথেষ্ট সন্দেহের মুখে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন সাধারণ মানুষ। গত ২১ তারিখ শহরের রবীন্দ্র শতাব্দীকী ভবনে • এরপর দুইয়ের পাতায়

## সবার চোখে জল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ২৩ জানুয়ারি।। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন — সামাজিক মাধ্যমে এই পোস্ট দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেন সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান এবং বিজেপির জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রূপেশ্বর দে। গোটা সাক্রম মহকুমাতেই তুমুল



জনপ্রিয় এই যুব নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। অত্যন্ত সন্তাননাময় এই যুব নেতা কোন হত্যাশার বশবর্তী হয়ে এমন সিদ্ধান্ত বেছে নিয়েছেন তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কদিন আগে তাকে মণিপুরে দলীয় প্রচারের কাজেও পাঠানো হয়েছিলো রাজ্য থেকে। সেখানে তিনি দলীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করে ফিরেও আসেন। ভালোই করছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম। রবিবার দুপুরে হরিণা বাজারেও আসেন তিনি। বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং আড্ডা মারেন। গিয়েছেন বিজেপি অফিসেও। সেখানেও দলের কার্যকর্তার তার চোখেমুখে কোনও হত্যাশার ভাব দেখতে পাননি। বরং



তিনি খোশমেজাজেই ছিলেন। এরপর বাড়ি ফিরে এসে জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তিনি। চরম গেছে, তার বাড়ি হরিণার গোয়াচাঁদ নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েতের মাস্টারপাড়া। মূলত ২০০৮-০৯ সালে যুব কংগ্রেসের কর্মী হিসেবেই রূপেশ্বর তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। সেই সময় সাক্রম কলেজের ছাত্র রূপেশ্বর প্রথমে ছাত্র রাজনীতি পরে যুব কংগ্রেসের সঙ্গে আদোলনে জড়িয়ে পড়ে। সেই সময়কার যুব কংগ্রেস নেতা বর্তমানের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাত ধরেই মূলত তার রাজনৈতিক জীবনের উত্থান। এরপর ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনের • এরপর দুইয়ের পাতায়

## বেআইনি সিমের ঠিকানা কলকাতায় রাজ্যের গাঁজা কারবারিদের খুঁজতে ময়দানে কেন্দ্রীয়, কলকাতা পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। এ মাসের ১০ তারিখ শহরের এডিনগর পুলিশ লাইনে অস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মার স্টেডিয়ামে পুলিশ দিবস অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্পষ্টত ঘোষণা দিয়েছেন, রাজ্যে গাঁজা কারবারিদের ধরতে গিয়ে বা গাঁজা ক্ষেত ধ্বংস করার অভিযানে নেমে পুলিশ যদি কারোর হাতে

নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে গাঁজা কারবারিরা। লোমহর্ষক এই তথ্য কলকাতা পুলিশের তরফ থেকেই রাজ্য পুলিশের একটি সূত্রকে জানানো হয়েছে বলে খবর। গাঁজা অভিযানে নেমে রাজ্য পুলিশের বেশ কয়েকজন উচ্চ আধিকারিক এবং কর্মীরা হয় রক্তাক্ত হয়েছেন, নয় গ্রামবাসীদের দৌড়ানি খেয়েছেন। পুলিশ এখন পর্যন্ত

দিয়েছেন গোয়েন্দারা, যেখান থেকে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশি সিমকার্ড বিক্রি হচ্ছে। সেই দোকানগুলো থেকে রাজ্যের অনেকেই গত ৮/৯ মাসে প্রচুর সিমকার্ড সংগ্রহ করেছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একেক মাসে ওই দোকানগুলোতে শত-শত সিমকার্ড বিক্রি হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও বিষয়টি নিয়ে সজাগ হয়েছেন এবং রাজ্যের গাঁজা পচারকারীদের সঙ্গে কিভাবে সিম বিক্রেতাদের যোগাযোগ, তা বের করার চেষ্টা চলছে। গত মাসখানেক আগে, পূর্ব কলকাতার আনন্দপুর এলাকা থেকে ১৮ জন বাংলাদেশি আটক হয়েছেন। তাদের মধ্যে দৈদেশে বাংলাদেশি যুবকদের পাচারচক্রের মাথাও রয়েছে। কলকাতায় বসে বেআইনিভাবে বাংলাদেশি সিমকার্ড দিয়ে, সেখানকার এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত অনেকে। চোরাপথে কলকাতায় সিমকার্ডগুলো এসে পৌঁছানো। গত কয়েক মাসে সিমকার্ডের বিক্রি হ্রাসকরে বেড়েছে। মূলত মধ্য কলকাতার কিছু এলাকায়, যেখানে বাংলাদেশি ও এ রাজ্যের অনেকেই গিয়ে নানা হোটলে ওঠেন, সেই এলাকাতাই মূলত রাজ্যের গাঁজা পাচারকারীদের যাতায়াত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার অনেকেই ওই দোকানগুলোতে গিয়ে বাংলাদেশের সিমকার্ড নিয়েছেন। • এরপর দুইয়ের পাতায়



আক্রান্ত হন, তাহলে তাদের কাউকেই ছেড়ে কথা বলা হবে না। এই বক্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই, রবিবার রাজ্য পুলিশের হাতে গাঁজা পাচারকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এসে পৌঁছেছে। গত কয়েক বছরেও এ সংক্রান্ত কোনও তথ্য রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে ছিল না বলে খবর। খবর এটাই, কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু দোকান থেকে বাংলাদেশের সিমকার্ড বিক্রির ব্যাপারে ময়দানে

তাদের বিরুদ্ধে ভেমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। যে রাজ্য পুলিশ গাঁজা অভিযানে নেমে নিজেরাই রক্তাক্ত হন, সেই পুলিশ বাহিনী বাংলাদেশের বেআইনি সিমকার্ড ব্যবহার করে কারা গাঁজা পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত তা খুঁজে বের করতে পারবেন, এটা ভাবাও অলিক স্বপ্ন হবে। তবে ঘটনা এটাই, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা কলকাতার বাংলাদেশের সিমকার্ড বিক্রির ব্যাপারে ময়দানে নেমেছেন। মধ্য কলকাতার প্রায় ২০টি দোকান শনাক্ত করে রিপোর্ট

করলো প্রতিবাদী কলম। এই পত্রিকার ক্যামেরাতেই ধরা পড়েছে গাঁজা বাগানের দৃশ্য। মুখ্যমন্ত্রী নেশামুক্ত ত্রিপুরার যে স্লোগান দিয়ে

# স্মার্টসিটিতে গাঁজা চাষ শুরু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। যোলোকনা পূর্ণ হলো এবার। সোনামুড়া, বঙ্গনগর বা বিশালগড়ের কোনও জনপদে যাবার দরকার নেই আর। আগরতলার স্মার্ট সিটির মাটিও যে গাঁজা চাষের জন্যে উর্বর এবং ইচ্ছা থাকলে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের ম্যানেজ করেই গাঁজা চাষ করা যায়, তা করেই দেখালেন সুধীর নামক এক ব্যক্তি। রামনগর আউট পোস্টের অধীনে বড়জলার পুরান তহশীল, বৈরাগীটিলা এলাকার পেছনে বাঁশ বাগানের সাথেই হচ্ছে গাঁজা চাষ। গোষ্ঠাবাসি এবং বড়জলার মাঝামাঝি জমিতে সুধীরবাবু চাষ শুরু করেছেন কয়েক মাস আগে থেকেই। গাছ এতটাই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, গাছে ফলন দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। এখানে গাঁজা চাষ করলেও কিংবা



করার জন্য রামনগর ফাঁড়ি থানাকে উপটৌকন দিয়ে রেখেছেন। আবার বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের শাসক দলীয় নেতারা সুধীরবাবুকে চেপে

ধরতে পারে এ জন্য তাদেরকেও তুষ্ট করতে তিনি নাকি বান্দর পূজা দিয়েছেন। কিন্তু বান্দর পূজার প্রসাদ না পাওয়া লোকজনেরাই এবার

করলো প্রতিবাদী কলম। এই পত্রিকার ক্যামেরাতেই ধরা পড়েছে গাঁজা বাগানের দৃশ্য। মুখ্যমন্ত্রী নেশামুক্ত ত্রিপুরার যে স্লোগান দিয়ে

করার জন্য রামনগর ফাঁড়ি থানাকে উপটৌকন দিয়ে রেখেছেন। আবার বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের শাসক দলীয় নেতারা সুধীরবাবুকে চেপে

করার জন্য রামনগর ফাঁড়ি থানাকে উপটৌকন দিয়ে রেখেছেন। আবার বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের শাসক দলীয় নেতারা সুধীরবাবুকে চেপে

করার জন্য রামনগর ফাঁড়ি থানাকে উপটৌকন দিয়ে রেখেছেন। আবার বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের শাসক দলীয় নেতারা সুধীরবাবুকে চেপে

করার জন্য রামনগর ফাঁড়ি থানাকে উপটৌকন দিয়ে রেখেছেন। আবার বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের শাসক দলীয় নেতারা সুধীরবাবুকে চেপে

## ২৩ দিনে ৩৪ মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। করোনো আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। রাজ্যে ছুটির দিনগুলোতে করোনো পরীক্ষার সংখ্যা নেমে এলেও, থেমে নেই শনাক্ত হওয়ার বিষয়টি। এখন প্রতিদিন শত-শত রাজ্যবাসী করোনো আক্রান্ত হচ্ছেন। এই বিষয়টিতে রীতিমত ধাতস্থ হয়ে গেছেন রাজ্যবাসী। কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, গত দুই সপ্তাহের মত এবছরের মৃত্যু কৈলাস যাচ্ছে না। গত তিনদিনে ১৩ জন করোনো আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। গত দুদিনে ৮ জন। গত ৭ দিনে মোট ২৮ জন করোনো আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৪ জন করে মারা যাচ্ছেন। এদিকে গত ২৩ দিনে রাজ্যে করোনো আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন মোট ৩৪ জন। এ মাস শেষ হতে আরও ৭ দিন বাকি। একই গড়ে যদি মৃত্যু চলতে থাকে তাহলে মাসের শেষে করোনো আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৫০ থেকে ৬০-এর কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই পরিস্থিতিতে প্রধান কয়েকটি প্রশ্ন এখন কলমনে। যিনি বা যারা করোনো আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন, উনারদের মধ্যে ‘ওমিক্রন’ ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে কতজন মারা গেলেন? • এরপর দুইয়ের পাতায়

## জৈব চাষ মাথা তুলতে পারল না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যে ২০১৬ সাল থেকে জৈব মিশন চলছে। কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যে এখন অবধি ৬০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়। আরো ১৫০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ করার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু জৈব চাষ নয় , এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সংস্থা তৈরি করে আয় দ্বিগুণ করার উদ্যোগ করার কথা। কিন্তু ত্রিপুরা কৃষি দফতরের বার্থতায় এই প্রকল্প আজ অবধি সাফল্য অর্জন করেনি। রাজ্যস্তরে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থাকার কথা। কৃষি মন্ত্রণালয় বার বার চিঠি দিয়েছে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ তৈরি করো। অভিযোগ, এই বিভাগ রাজ্যে তৈরি না করার কারণে মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ তৈরি হলে সেই মিশনের অধিনে চলে যাবে এই প্রকল্প। মণিপুরে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়ে যাচ্ছে, স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ তৈরি • এরপর দুইয়ের পাতায়

## পুলিসের বেতনে কাঁচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমাবাসা, ২৩ জানুয়ারি।। বিভিন্ন সরকারি দফতরে এমন কিছু আমলা আধিকারিক রয়েছে যারা অধস্তন কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন ভাতা প্রদান করার সময় পরিবেশ এমন করে তুলে, যেন নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি উজাড় করে দিচ্ছে। এই সব আমলাদের ভাত দেওয়ার মুদ্রাদে নেই কিন্তু কিল মারার গৌসাই। পুলিশ দফতরে এরনই এক গৌসাই ঠাকুর হলেন ধলাই জেলার সদ্য প্রাক্তন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্লোল রায়। যিনি বর্তমানে টিএসআর অফিস বাহিনীর ডেপুটি কমন্ডেন্ট হিসাবে কর্মরত। গত ১১ জানুয়ারি তিনি ধলাই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দায়িত্ব বি কে দেববর্মার নিকট হস্তান্তর করেন নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার আগে ধলাই জেলা পুলিশের ডিডিও হিসাবে দায়িত্বে থাকার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এই জেলার প্রায় দেড় হাজার পুলিশ কর্মী ও ন্য-গেজেটেড আধিকারিকদের ন্যায্য বেতনে বড়সড় কাঁচি চালিয়ে যান। কোন কারণ বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজের মজিাতে প্রত্যেক পুলিশ কর্মীদের একদিনের বেতন কেটে নেন করিৎকর্মী পুলিশ কর্তা কল্লোল রায়। আর এতে গোটা ধলাই জেলার পুলিশ মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কিন্তু কল্লোলবাবু ওই পদ থেকে বদলি হয়ে টিএসআর-এ চলে যাওয়ায় পুলিশ কর্মীদের একদিনের বেতন কেটে উত্তরে তিনি নাকি বলেন যে, অন্যরা সবাই ভুল করে একদিনের বেতন বেশি দিয়েছে। তিনি ভুল করেননি। কিন্তু বঞ্চিত পুলিশ কর্মীদের অনেকেই • এরপর দুইয়ের পাতায়

বলা যাবে না। এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ পুলিশ কর্মীদের একাংশ এই অনৈতিক বেতন কাটার ফরিয়াদ নিয়ে পুলিশ মহানির্দেশকের দরবারে হাজির হচ্ছেন বলে জানা গেছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল থেকে শুরু করে সাব ইনসপেক্টর পদ পর্যন্ত সকল পুলিশ কর্মীরা বারো মাসের বছরে তেরো মাসের বেতন পেয়ে থাকেন। অতিরিক্ত একমাসকে ত্রিশ দিন ধরে দেওয়া হয় এই বেতন। যা সাধারণত ১৫ জানুয়ারি নাগাদ পেয়ে থাকে পুলিশ কর্মীরা। এবছরেও ওই বেতন পেয়েছে গোটা রাজ্যের পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকরা। কি সমস্যা হল রাজ্যের সাতটি জেলার পুলিশ কর্মীরা ৩০ দিনের বেতন পেলেও ব্যতিক্রম ধলাই জেলা। এই জেলার পুলিশ কর্মীরা পেয়েছে ২৯ দিনের। এর ফলে ধলাই জেলার পুলিশ কর্মীরা ন্যূনতম দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত কম পেয়েছে। খাঁজ নিয়ে জানা যায়, সদ্য প্রাক্তন অতিরিক্ত পুলিশ কল্লোল রায় ধলাই জেলা ছেড়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে এই কাঁচি চালিয়ে গেছেন। দুই একজন সাহসী পুলিশ কর্মী মোবাইল যোগে কল্লোলবাবুর কাছে বেতন কম পাওয়ার কারণ জানতে ছাইলে উনি জানিয়ে দেন ২৯ দিনের বেতন দেওয়াই নিয়ম। তবে অন্য সকল জেলার পুলিশ কর্মীরা কিভাবে ৩০ দিনের বেতন পেল এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নাকি বলেন যে, অন্যরা সবাই ভুল করে একদিনের বেতন বেশি দিয়েছে। তিনি ভুল করেননি। কিন্তু বঞ্চিত পুলিশ কর্মীদের অনেকেই • এরপর দুইয়ের পাতায়

## জিও ট্যাগিং কেলেঙ্কারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ছামনু, ২৩ জানুয়ারি।। প্রশ্ন একটাই, একের পর এক ব্লক এবং পঞ্চায়েতে দুর্নীতির তথ্য সহকারে প্রকাশিত হওয়ার পরেও সরকার চূপ কেন? প্রশ্ন এটাও, হয় সরকারি মদতে কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটছে, নয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো হিম্মত সরকারের নেই। নইলে তথ্য সহকারে কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশের পরেও কোনও তরফে কোনওরকম হেলদোল নেই। এবার আর্থিক কেলেঙ্কারির পাশাপাশি জিও ট্যাগিংয়ে কেলেঙ্কারির খবরও সামনে এসেছে। আর এটাও রোগার ক্ষেত্রে। জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ধলাই জেলার ছামনু ব্লক রোগায় ২০০০টি কাজ শুরু হওয়ার আগে জিও ট্যাগিং করতে নেমে মোট ১৯১৮টি করেই থেমে যায় জিও ট্যাগিং প্রক্রিয়া। বাদবাকি ৮২টি কাজের ক্ষেত্রে কোনওরকম জিও ট্যাগিং হয়নি। এরপরেও ২০০০টি

কাজের মধ্যে কাজ হয়েছে মাত্র ১৭৫১টিতে। প্রথা মোতাবেক কাজ চলাকালীন সময়ও জিও ট্যাগিং করতে হয়। ১৭৫১টি কাজেরই জিও ট্যাগিং করার কথা। কিন্তু করা হয়েছে মাত্র ১৩১৭টিতে। বাদবাকি ৪৩৪টি কাজের ক্ষেত্রেই



কোনওরকম জিও ট্যাগিং করা হয়নি। ১৭৫১টি কাজে নেমে এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ২৪৪টি। এক্ষেত্রেও জিও ট্যাগিংয়ে শুভস্বরের ফাঁকি। প্রথা মোতাবেক যে কাজগুলো শেষ হয়েছে এর সবকটিরই জিও ট্যাগিং করার

দিয়েছে। অভিযোগ, এক্ষেত্রে সোশ্যাল অডিট ইউনিটের তরফে কোনওরকম তদারকি করা হচ্ছে না। সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীলবাবু নাকি বিভিন্ন জায়গাতেই সেটিং করে চলেছেন। • এরপর দুইয়ের পাতায়



## সোজা সাপ্টা

## অস্ত্রের ঝংকার

হতে পারে ব্যবসায়িক বিবাদ। কিন্তু যেভাবে গভীর রাতে দলবদ্ধভাবে একজনকে হত্যা এবং অন্যদের উপর প্রাণঘাতী হামলা হলো তাতে কিন্তু রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। দিল্লিতে বসে যখন খোদ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের সাফল্যের জয়ঢাক পেটালেন, বিগত বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন তখন রাজ্যে চললো গুলি। প্রশ্ন হচ্ছে, এধরনের হামলা নিশ্চয় পরিকল্পিত আর যারা হামলা করলো তারা এধরনের হামলা করার সাহস পেলো কিভাবে? কিভাবে তাদের হাতে বন্দুক এলো? তবে কি পাহাড়ে এভাবেই বন্দুক জমা হচ্ছে? যতনবাড়ির ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির হাতে বন্দুক থাকার অভিযোগ রয়েছে। আর এভাবে বেআইনি অস্ত্র থাকার ঘটনা প্রমাণ করে যে, পুলিশ বা আরক্ষা প্রশাসন বেখবর। বন্দুক নিশ্চয় চাল-ডাল নয় যে তা সহজলভ্য। পাহাড়ে এভাবে বন্দুক নিয়ে হামলার ঘটনা কিন্তু রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের কাছে যে বেআইনি অস্ত্র রয়েছে তার কেন পুলিশের কাছে খবর নেই। যতনবাড়ির ঘটনার পর মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে, গ্রাম-পাহাড়েও এখন প্রচুর বেআইনি অস্ত্র আছে। আগরতলা শহর বা সীমান্ত এলাকায় তো বেআইনি অস্ত্রের ঝংকার মাঝে মধ্যে শোনা যায়। এখন দেখা যাচ্ছে, গ্রাম-পাহাড়েও মজুত রয়েছে অনেক বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশের কাছে এর কোন খবর নেই না পুলিশ এসবের কোন খবর রাখে না?

# উদ্যোগ থানা-পুলিশের

●**আটের পাতার পর** - মধোই সুদীপ নাথ ভোমিকের আই কার্ড-সহ সমস্ত আসল কাগজপত্র ছিল। এগুলি দেখিয়ে সহজেই পরিবহণ দফতর থেকে স্কুটির মালিকানা বদল করে নেওয়া হয়। অভিযোগ তোলা হয় কৃষ্ণ, নরেশ এবং অজান মিলেই বহিষ্কৃতিচুরি করে নিজেদের নামে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিয়েছে। সুদীপপাবু মনে করেছিলেন স্কুটি চুরির ঘটনায় অজানকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। তাকে আদালতেও হাজির করা হবে। থানার ওসি শিবু রঞ্জন দেও বেশ বড় বড় কথা বলেছিলেন। যেন রাতেই তুলে নেওয়া হবে অভিযুক্ত কৃষ্ণ এবং নরেশকে। কিন্তু রবিবার আদালতে আটক অভিযুক্ত ছাড়াই এক আইহার কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয় থানা থেকে। সুদীপের কাছে অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে ফোনও আসে। ফোন করে চুরির ঘটনাটি মীমাংসা করে নিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়। কোনওভাবেই সুদীপপাবুর ফোন নম্বর আসমির কাছে রাতে পাওয়ার কথা ছিল না। পূর্ব থানা থেকে না দিলে এই নম্বর কিভাবে আসমির পরিবার পেয়ে যায় তা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়। এর মধ্যে আটক অভিযুক্তকে আদালতে পাঠানো

হয়নি। এই বিষয়টি রবিবার পশ্চিম জেলার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (কেস্ট-৭) অয়ন চৌধুরীর বেঞ্চেও তোলা হয়।তিনি পুলিশের কাছে ঘটনার রিপোর্ট চেয়েছেন।তবে কিভাবে চুরির স্কুটি অন্য আরেককনের নামে ক্রত রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায় তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।পুলিশ চোরকে ধরার সুযোগ পেয়েও মীমাংসা করে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে যায়। এই ধরনের অভিযোগ উঠার পরও আদৌ ত্রিপুরা পুলিশ নিজেদের সমান্যটুকু বাঁচাতে থানার তদন্ত করাবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে সাধারণের মনে। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে,পরিবহণ দফতরে করা চাকরি করেন? কয়েকদিন আগে একটি নম্বরে দুটি গাড়ি এবং স্কুটি নিয়ে ব্যাপক হট্টাই হয়েছিল। এখন চুরির স্কুটি ১৬ দিনের মধ্যে মালিকানা বদল হয়ে যায়। এই ধরনের ঘটনায় রাস্তাপতি কলার্পপ্রাপ্ত পুলিশের যোগ্যতা নিয়েই বড় প্রশ্ন তুলেছে। একদিকে নেশা করবাবাদিনের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশ থাকার অভিযোগ তুলছেন শাসকদলের প্রতীণ বিধায়ক, অন্যদিকে আদালতের সামনে উঠে আসছেচুরির ঘটনায় পুলিশের দায়িহীনতা। এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বাকি

এবং স্কুটি চোরদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে পুলিশের। হচ্ছে করৈই পুলিশ চুরির ঘটনায়এফআইআর নেয় না। অথচ পূর্ব থানাকেই দুর্দিন আগে পুরস্কার দিয়েছেন পশ্চিম জেলার এসপি। এই ধরনের গুরুতর অভিযোগের পরও পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের প্রশংসাপত্র কতটুকু যোগ্যতা দেখে দেওয়া হয় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। চোর এবং নেশা কারবারিদের সঙ্গে ঘৃস বাগিজে পুলিশ ভুলে চলেছে তাদের দায়িত্ব। এমন অভিযোগ তুলছেন শহরবাসীরাই।

## চুনকাম

●**সাতের পাতার পর** মার্করামও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। কিন্তু কুইন্টন ডিক'ক যতক্ষণ ক্রিজ থাকেন, ততক্ষণ দক্ষিণ আফ্রিকা চিন্তা করে না। রবিবারও সেটাই দেখা গেল। এই সিরিজের শুরু থেকে কলকাতার রাণে নেতাজির ট্যাবলো? বালাকে কেন পদে পদে এত অবজ্ঞা?"

## ঘর নির্মাণ না করেই অর্থ হাঙ্গিস

●**আটের পাতার পর** - পরিষদের অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছেন কিনা? যদি তারা অবগত থাকেন তাহলে কিভাবে একজন জনপ্রতিনিধিকে এই কাজে উৎসাহিত করলেন? আর যদি তারা না জেনে থাকেন, তাহলে জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা? কারণ, একদিল্লির যা করেছেন তা দেখে অন্যান্যও আগামী দিনে এমনটা করতেই পারেন। গোটা এলাকার মানুষ এখন কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে। তাদের প্রথম যদি বেনিফিসিয়ারিকে ধর দেওয়া যেতো। জানা গেছে, শীঘ্রই এলাকবাসী বিষয়টি নিয়ে পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদারের দ্বারস্থ হবেন। এমনকী স্থানীয় অন্য নেতাদের কাছেও অভিযোগ জানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এলাকবাসীর অভিযোগ ওই কাউন্সিলার গত ৪ বছরে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছেন। নিজের নামে কিংবা পরিবারের অন্য স্কেনে সদস্যদের নামে সেইসব সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন ওই কাউন্সিলার। এলাকবাসী এখন দেখতে চাইছেন পুর পিতা কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কারণ, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই ঘোষণা করেছিল স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেবেন। কিন্তু খোদ শাসক দলের জনপ্রতিনিধিরা যদি একের পর এক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন তাহলে তাদের পূর্ব ঘোষণা কতটা কার্যকর হবে? শাসকদলীয় জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে আদৌ প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিনা তা নিয়ে স্থানীয়রা সন্দ্বিহান। কারণ বিগত দিনের অন্যান্য ঘটনার ক্ষেত্রেও ক্ষমতাবানরা সহজেই পার পেয়ে গেছেন। হয়তো কাউন্সিলারও এভাবে পার পেয়ে যাবেন!

## টেনিসে ঝুঁকছে ক্রিকেটররা

●**সাতের পাতার পর** ক্রিকেটররাও কোন টাকা যেমন পাচ্ছে না তেমনি খেলার কোন সুযোগ হচ্ছে না। এই বছর যেহেতু রঞ্জি ট্রফি আর হচ্ছে না তাই ক্রিকেটররা বুঝে গেছে যে, তাদের জাতীয় ক্রিকেট এবার বন্ধ। তেমনি ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-র কোন উদ্যোগ নেই। ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ দুই বছর ধরে। ফলে দুই সিজনে কয়েক লক্ষ টাকা পায়নি ক্রিকেটররা। আর এই চরম অর্থ সংকটে অনেক খেলোয়াড় টেনিস ক্রিকেটে নামে পড়ছে মাত্র ৫০০-১০০০ টাকায়। টিসিএ-র উচিত অবিলম্বে আগরতলা ও মহকুমায় ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা। যেহেতু সামনে কোন জাতীয় ক্রিকেটের আশর নেই তাই ক্রিকেটরদের মাঠে রাখার একমাত্র রাজ্য হচ্ছে চোখ বুজে অবিলম্বে ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা। এখনই যদি দলবদল হয় তাহলে ক্লাবগুলির আভ্যতা এসে যায় ক্রিকেটররা। তখন ক্লাবগুলিই নজরদারি চালাবে যাতে তাদের দলের কেউ টেনিস খেলে ক্যারিয়ার নষ্ট না করে।

## তাণ্ডবে উত্তপ্ত উমাকান্ত

●**সাতের পাতার পর** রেফারি সভাজিৎ দেবরায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হলেন না। কেন? তার কি কোনও দুর্বলতা রয়েছে? ফুটবলের আইনে সাইড বেঞ্চে কোচ বা ম্যানেজার অসভ্যতা করলে তাদের লালকার্ড দেখাতে হয়। রেফারি সভাজিৎ এই নিয়ম জানেন না তা নয়। তারপরও কোচ এক রহস্যময় কারণে তার পকেট থেকে লালকার্ড বের হলো না। টিএফএ-র বর্তমান কমিটি হলো একটা জগাখিচ্ড়ি। ফুটবল বহির্ভূত জগৎ-র লোক থেকে সরকারি কর্মচারী প্রত্যেকেই রয়েছে কমিটিতে। টিএফএ-র নামে দিনের পর দিন অফিস ফাঁকি দিয়ে চলেছেন। কারণ তারা নাকি ফুটবল অন্তপ্রাণ। অথচ ফুটবল মাঠে একের পর এক অনিয়ম ঘটে চলেছে। একটি ক্লাব চূড়ান্ত অসভ্যতা করলো। তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই। ফুটবলপ্রেমীদের প্রশ্ন, কেন এভাবে রাজ্য ফুটবলের ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে? ক্লাব, রেফারি, টিএফএ মিলে রাজ্যের ফুটবলের বারোটা বাজিয়ে ফেললেও নির্বিচার থাকা যায়?

# ত্রিপুরার হিংসা প্রসঙ্গে

# পশ্চিমবঙ্গ দেখাল সরকার

●**তিনের পাতার পর** ধর্মের অনুসারীদের তারা সংগঠিত করছেন বলেও তার বক্তব্য ছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ত্রিপুরাতে কোনও হিংসাত্মক ঘটনাই হয়নি বলে বিবৃতি দিয়েছিল। যদিও ত্রিপুরা পুলিশ পানিসাগর কান্ডে, কাঁকড়াবনে মালাও নিয়েছে। পানিসাগর কান্ডে মূল অভিযুক্ত বিজেপি’র যুব মোর্চার নেতা রানু দাস। তার ভাইও বিজেপি নেতা, বৌদি পুর সংস্থার প্রধান ছিলেন। রানু দাস প্রফতার হননি। পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। ঘটনার কিছুদিন পর পুলিশ বলেছিল রানু দাস পলাতক। তবে ‘পলাতক’ সংবাদ মাধ্যমকে ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, নিউজলন্ডি সেই খবর ছেপেছে। ত্রিপুরার এক প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি, দীপক গুপ্তা ত্রিপুরার পুলিশকে কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন এক টিভি শো-এ।

## প্রাণ গেল

●**আটের পাতার পর** - উময়ন অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু সেই উময়ন মানুষকে কখনও জীবন দিতে পারে না। বরং জীবন কেড়ে নিচ্ছে সেই ব্যবসা। এদিন যে মা ছেলেকে হারিয়েছেন তিনিই একমাত্র বুঝতে পারছেন নেশার করাল গ্রাসে তার কতটা ক্ষতি হয়েছে। অন্যদের সাথে যেন এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সেই আহ্বান স্থানীয়দের।

### দাদাগিরি

●**আটের পাতার পর** - যে কারণেও রবিবারও যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বলে জানা গেছে। আগরতলা রেল স্টেশনেও কিছু অটো চালকের কারণে যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয় বলে জানা গেছে। এই অটো চালকরা চড়া দামে ভাড়া নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। অথচ তাদের অটো, গাড়ি দিয়েই যাত্রীদের যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।

### মমতার ঘোষণা

●**ছয়ের পাতার পর** কমিশনের পরিকল্পনা করেছিলেন। মোদি সরকার ক্ষমতায় এসে যোজনা কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ তৈরি করেছে। এদিন এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। এই সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘার বলে অভিহিত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এনসিপি-র আদলে স্কুলে ও কলেজে জয় হিন্দ বাহিনী গড়ে তোলা হবে। নেতাজির নামে রাজ্য আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। তিনি বলেন, ইচ্ছে ছিল নেতাজির জন্মদিবসে পদযাত্রা করি, কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে সেই পরিকল্পনা বাতিল করেছি। মোদি সরকারের নাম না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, “খাঁরা ধর্মের নামে দেশ ভাগ করতে চাইছেন তাঁদের বলব দ্যাঁদে করো নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ পড়ে দেখুন। ভাগ্যভাগি করে, দেশভাগ করে জাতীয়তাবাদ দেখানো যায় না।” মমতা বলেন, “আমি চাই গান্ধিজী কাকে বেশি ভালবাসতেন, তা নিয়ে বিতর্ক হোক। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হোক দেশপ্রেমের ইতিহাস।” মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “একটা অমর জ্যোতি নিভিয়ে দিয়ে, নেতাজির মূর্তি বসিয়ে সুভাষকে শ্রদ্ধা জানানো যায় না।” তিনি বলেন, “কেন এতদিন নেতাজির মূর্তি তৈরি হল না। এখন ওখানে মূর্তি বসিয়েছেন আমাদের চাপেই।” তাঁর প্রশ্ন, “কেন বাতিল হল নেতাজির ট্যাবলো? বালাকে কেন পদে পদে এত অবজ্ঞা?”

### প্রার্থীদের শপথ

●**ছয়ের পাতার পর** মন্দিরে নিয়ে যান কংগ্রেস নেতারা। তারপর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় খ্রিস্টানের ধর্মস্থান বাসোলিম ক্রসে। সবশেষে কংগ্রেস প্রার্থীরা যান হামজা শাহ’র দরগায়। নিজের নিজের ধর্মস্থানে দলের প্রতি আনুগত্যেরশপথ নেন কংগ্রেস প্রার্থীরা।

### রঞ্জি ট্রফি

●**সাতের পাতার পর** বলেন, “২০ মার্চ থেকে আইপিএল-এর জন্য জৈদপুর তৈরি করা হবে। করোনা কবে কমবে তা বোঝা যাচ্ছে না। তাই রঞ্জি আয়োজন করা বেশ কঠিন।”

### মূর্তি উন্মোচন

●**ছয়ের পাতার পর** করছেন প্রধানমন্ত্রী। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, “সারা দেশে এই বাহিনীকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করেন এই সদস্যরা। দেশের নানা বিপর্যয়ে নিজদের জীবন বিপন্ন করে এরা উদ্ধার এবং বাঁচানোর কাজ করে।”

## শিক্ষামন্ত্রী জানেন না নেতাজিকে

●**প্রথম পাতার পর** নেই দেখে অনেকেই তিরস্কার করেছেন। নেতাজি’র প্রতি শ্রদ্ধার চাইতে পোস্ট দিয়ে নিজেকেই যে জাহির করা, সেটা সাথে দেওয়া ছবি-পোস্টার থেকেও বোঝা যায়। নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে করা পোস্টারে নেতাজির ছবিই অনেক দূরে , একেবারে সামনে মস্তীর নিজের ছবি। শ্রদ্ধা জানানো পোস্টে নিজের ছবির কী প্রয়োজন, এটা তো আর সেটা ভিন্কার প্রার্থী পরিচয় নয়, এই প্রশ্ন উঠেছে অবধারিত ভাবে। শুধু ছবি দিয়েই শেষ নয়, নিজের নাম, মস্তী পরিচয়, এমনকী সামাজিক মাধ্যমে তার

হ্যাণ্ডেলগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের স্বনামধন্য স্কুল, নেতাজি সুভাষ বিদ্যাপিকতন-এ প্রদীপ জ্বালানোতে ছিলেন তিনি, কোভিড সময়ে শারীরিক দূরত্বের নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে গা-যেঁষাযেঁষি করে প্রদীপ জ্বালানোর পর, মাস্ক খুলে বক্তৃতা দিয়েছেন। রাস্তায়ও হাঁটতে গেলে এক পরিবারের না হলে যেখানে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রদীপ জ্বালাতে শারীরিক দূরত্ব না রাখলেও চলবে, এমন কোনও নিয়ম নেই, নিয়ম নেই মানুষ ভর্তি হলে মাস্ক খুলে কথা বলার। মোহনপুরে

## জৈব চাষ মাথা তুলতে পারল না

●**প্রথম পাতার পর** হচ্ছে না রাজ্যে। অনভিজ্ঞ লোক দিয়ে চালানো হচ্ছে এই প্রকল্প। প্রকল্প চালাতে গেলে মার্কেটিং ও আধুনিক জৈব চাষ-এর জ্ঞান থাকা দরকার। যদিও কিছু বিশেষজ্ঞ কারিগরি সংস্থাকে নেওয়া হয়েছে, তবে তাদের কাজ হলো কারিগরি সহায়তা। সেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ’র কাজ পুরোটা এক্সপের্ট পরিচালনা করা। কিন্তু রাজ্যের কৃষি দফতরের কিছু ধুরন্ধর কর্মীর কাজে তা বার্থ হচ্ছে। ছয় বছর ধরে জৈব প্রকল্প চলছে অথচ আজ অবধি কোনো জৈব বাজার নেই। কোনো জৈব চাষের বাঁজ ও সার সঠিক সময় দেওয়া হয় না। নিম গাছ ও বিভিন্ন জৈব চাষের উপাদান নেই। সেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থাকলে শুধু জৈব চাষ নিয়ে গবেষণাও হতে পারে। অভিযোগ, কৃষি অধিকর্তা অনুমোদন দিচ্ছেন না সেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ খুলতে। বধ কৃষি মহকুমাতে এখনো এক টাকারও কৃষকদের দেওয়া হয়নি জৈব বাষ প্রকল্প। উদ্যান বিভাগে ফসলের উপাদান কাগজে কাজে কলমে এতো বেশি যে সারা রাজ্যকে খাইয়ে উদ্ববৃত্ত হবে। আদতে অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। পরিকল্পনার অভাবে হারিয়ে গেছে জম্পই’র কমলা। ছত্রাক রোগ থেকে মুক্তি পেতে নতুন বাগান তৈরি করতে হয়। জৈব কমলা চাষ হলে রাজ্যের কৃষকরা আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে পারে। বিজেপি সরকার আসার আগে দুর্নীতি তদন্ত হবে বলেছিল। সবুজ অফিসার সাময়িক বরখাস্ত হলেও রাঘববোয়ালরা এখনো অধরা। অধিকর্তা সাহেব নিজে হয়তো চাইলে সব কিছু করতে পারেন। অজানা কারণে তিনিও চূপ। কৃষক বিদ্রোহ। পোকার আক্রমণে। কিন্তু পশুদ্র বিষয়ে গবেষণা, জৈব সার , মাটি পরীক্ষা কাজ সব কিছুই শুধু কাগজ নিভঁরা। রাজ্যে কৃষিপণ্য এখনও আমদানি নির্ভর। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়নি, হয়নি জেলায় জেলায় কৃষি কলেজ, কিংবা জিন-ব্যাঙ্ক।

## ২৩ দিনে ৩৪ মৃত্যু

●**প্রথম পাতার পর** আদৌ এই ভারিয়েন্ট পরীক্ষা করার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে রাজ্যে? প্রশ্ন এটাও, সরকারপক্ষ করোনা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে মৃত্যুর কারণ হিসেবে’ দেরি করে হাসপাতালে এসেছে’ এবং ‘কোমর্বিডিটি রয়েছে’ ছাড়া তৃতীয়া আর কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেন। একদিকে প্রতিনিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে নিরে রাজ্যে গাফিলতি অব্যাহত। প্রশাসনিক তরফে গত তিন সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সার্কুলার জারি হলেও সেসব মানার কোনও লক্ষণ নেই রাজ্য জুড়ে। আদৌ মানা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখার সরকারি ব্যবস্থাপনাও নেই। ‘করোনা নেই’ ‘করোনা এবার এতটা ভয়ঙ্কর বর্ষা’ ‘করোনা আমার কবির না’ ইত্যাদি বহু ভুল বোঝাবুঝির মধ্যেই গত ২৩ দিনে ৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। যে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ রোগী পশ্চিম জেলার বাসিন্দা। গত ২৩ দিনে যেভাবে ৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এ রাজ্যে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটি তথ্য। যারা এ মাসে করোনায় প্রয়াত হয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স ৫০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে মারা গেছেন মোট ৩ জন। এই তথ্য পশ্চত জানান দেয়, করোনা নিয়ে হেলাফেলা করে সময় এখনও আসেনি। কিন্তু হলেও কী? প্রতিদিন করোনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অবহেলা এবং অত্যদিকে প্রশ্রাসনের উদাসীনতা দুটোই চলছে। ফলে বাড়ছে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা এবং একইভাবে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও।

## ময়দানে কেন্দ্রীয়, কলকাতা পুলিশ

●**প্রথম পাতার পর** গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী একেকটি বাংলাদেশি সিমকার্ড আড়াই থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি চাওয়া হয় না। মোবাইলে ‘পোর্ট’ করে সেই সিমকার্ডগুলো কলকাতা থেকে ব্যবহার করতে পারেন ক্রেতারা। গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন, ঠিক কি পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যবসায়ী চলছে। কীভাবে প্রযুক্তির সাহায্যে বাংলাদেশি মোবাইলগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে, সেই সম্পর্কে তথ্য ওই ব্যবসায়ীরাই ক্রেতাদের দিয়ে দেন। গোয়েন্দারা মধ্য কলকাতার বেশ কিছু হোটেলও ইতিমধ্যে শনাক্ত করেছেন, যার কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে বাংলাদেশি সিমকার্ড বিক্রেতাদের। করোনার কারণে সাংস্পতিককালে রাজ্যের গাঁজা চক্রীদের অনেকেই কলকাতায় আনাগোনা করছে না। সার্বিক ভাবে কলকাতার দোকানগুলোতে সিম বিক্রিও কম। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের যৌথ অভিযানে ইতিমধ্যেই বেআইনি সিম বিক্রির যে দোকানগুলো চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো সরাসরি পুলিশদের নানা প্রশ্রবাণে রিঃসন্দেহে যায়ল হতে হবে। দেখার, রাজ্যের সঙ্গে দোকানগুলোর যোগসূত্র কতটা বেরিয়ে আসে।

## রেবতীর সিংহ গর্জন

●**তিনের পাতার পর** চলতে দেবো না। তবে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানগুলিতে মদ খেয়ে কেউ যদি ঘরে গিয়ে অশান্তি করেন তাহলে কি ব্যবস্থা নেনবন তার জবাব নেই প্রাক্তন অধ্যক্ষের কাছে। তিনি পুলিশের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যদিও পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেবের আওতাধীন। রাজ্য সরকারি বরাবরই পুলিশকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলে গেছে। পুলিশ ভালো কাজ করে না এমন কথা মুখ্যমন্ত্রীও বলেন না। অথচ বিজেপি দলের প্রতীণ বিধায়ক রেবতী মোহন দাস প্রকাশেই এখন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তিনি বলেনছেন, নেশা হ্রবোর ব্যবসার বিরুদ্ধে পুলিশের স্কেনও ভূমিকা নেই। নেশা কারবারিদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আছে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে। যদি পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকতো তবে সেতুর নিচে এভাবে মদ বিক্রি করতে পারতো না কেউ। টানা তিন দিন ধরে পুলিশের কাজ করে যাচ্ছেন বিধায়ক রেবতী মোহান দাস। পুলিশকে এই যথি বাড়ি মদ বিক্রি বাতিল অভিযান করছেন। মদ ব্যবসায় যুক্ত অভিযুক্তদের আটক করে আবার ঈশ্ময়ারি দিয়ে ছেড়েও দিচ্ছেন। কোনও ক্ষেত্রে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া দরকার বলে মনে করছেন না বলে অভিযোগ। বিধায়কের এই কর্মকাণ্ডে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, পুলিশ কি তাহলে নেশা কারবারিদের সঙ্গে মিলে গেছেন? কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়ি এবং মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এলাকায় টানা তিনদিন অভিযান করলেন বিজেপি বিধায়ক। বারবার দেশার বিরুদ্ধে পুলিশের পুরো ব্যর্থতার কথা তিনি বলে গেছেন। অথচ বিজেপি জোট সরকার এখনও পর্যন্ত এই দুই থানার ওসির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকী সাধারণ শোকেজ মোশিন পর্যন্ত ধরানো হয়নি পুলিশ সন্নর দফতর থেকে। এই ঘটনায় বিধায়ক রেবতী মোহান দাসের অভিযানের উপরও শাসকদলের কতটুকু সমর্থন রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিন বিদ্যাসাগর বাজার থেকে এক দেশি মদ বিক্রেতাও আটক করে কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়ির হাতে তুলে দিরাছেন বিধায়ক।

# দৌষী সাবস্তু ডাক্তার ত্রিপুরা বিভূষণ!

●**প্রথম পাতার পর** ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন’ শীর্ষক একটি গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে।। অনুষ্ঠানটি সে নিসন্দেহে রাজ্যের ৪০ লক্ষ মানুষের আবেগ এবং ভাবনার ক্ষুধ-ধারার একটি আয়োজন। ওই অনুষ্ঠানে অতিথি নিমন্ত্রণ থেকে শুরু করে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা, মেনে নিতে পারছেন না কেউই। পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির ৫০ বছরে বর্তমান সরকারের কৃতিত্ব বা অংশগ্রহণের সময়সীমা মাত্র ৪ বছরের। ইতিহাসকে ভুলে এবং দীর্ঘ ৪৬ বছরের নানাবিধ অবদানকে অস্বীকার করে, যেভাবে পূর্ণ রাজ্য দিবসে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো, তা সরকারের গ্রহণ করেন, তখন বুঝতে হবে, প্রশাসন টলমল। অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রধান নাগরিক তথা

উ পস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দফতরের মন্ত্রী এন সি দেববর্মা ছাড়া। একবিনেট-এর অন্যান্য সফল মন্ত্রীরাই। সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন না। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক মঞ্চে ছিলেন। গোটা অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন উ পমুখ্যমন্ত্রী বীণু দেববর্মা। এরকম গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে প্রভাববাহু কিভাবে পূর্ণ রাজ্যের সুবর্ণ জয়ন্তি উৎসবের মত একটি আয়োজনে সম্মানিত হতে পারেন, তা নিয়ে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে স্বাস্থ্য দফতরে। একই রব শিক্ষিত সমাজের মুখেও। অনেকেই গত দু’দিন ধরে

বলাবলি করছেন, পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা যারা ঠিক করেছেন, তারা কি প্রাপকদের কারো-র কারোরা কাছ থেকে অর্থ আদায় করেছেন? কর্তব্যে গাফিলতির জন্য আইন যে চিকিৎসককে সাজা ঘোষণা করে, তিনি একটিটি রাজ্যের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের মঞ্চে যখন সম্মান গ্রহণ করেন, তখন আদি এবং ভাবি কলকে আদতে অসম্মান করা হয়। বিষয় টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে কটুক্তি শুরু হয়েছে। শুধু এই একটি পূবস্কার নিয়েই বিতর্ক হচ্ছে, বিষয়টি এমনও নয়। ১৫টি পুরস্কারের মধ্যে অন্তত ১০টি পুরস্কার নিয়ে বিতর্ক। সামাজিক কাজ, জনজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভর করার উদ্যোগ সহ উদ্যান পালন, জীবন জীবিকা,

হস্তকার্য বা শিল্প উদ্যোগী— এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেদিন পুরস্কার প্রদান করা হয়। এমন অনেককেই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, যারা গত ৫, ৬ বা ১০ বছর ধরে কাজ শুরু করেছেন। রাজ্যের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে নাগরিক পুরস্কার এবং পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার, এই দুই ক্ষেত্রেই পুরস্কার প্রাপকের তালিকা ঠিকভাবে তৈরি হয়নি। রাজ্য জুড়ে এই অনুষ্ঠানের পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বুদ্ধিজীবী সমাজ, অন্যদিকে সচেতন নাগরিক— সকলেই পুরস্কার প্রাপকের তালিকা দেখে হতশ। রাজ্যের ইতিহাস, শিল্প সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে একেবারেই ওপাকিবহাল নয়, এমন অনেককেই পুরস্কারের তালিকায় রাখা হয়েছে।

## চোখে জল

●**প্রথম পাতার পর** সময়ে অন্যান্যাদের সঙ্গে তিনিও বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপির জেলা যুব মোর্চার তাকে সাধারণ সম্পাদকের পদও দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। কিন্তু রবিবার হঠাৎ করেই তার কি হয়েছে, কেন এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কেনই-বা আত্মহত্যার ঠিক আগে সামাজিক মাধ্যমে ভিন্ন আঙ্গিকে সবাইকে আলবিদা করেছেন, তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। তার মৃত্যুতে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

### জিও ট্যাগিং

●**প্রথম পাতার পর** ফলে কোনও জায়গাতেই তার কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে। জিও ট্যাগিং না করার ফলে কাজের গুণগতমান এবং আদৌ কাজ হচ্ছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ শুরু হয়েছে। এদিকে চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ছানুন্ রকের ১৪টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। এতেই ৪২ লক্ষ ১০ হাজার ৯২৯ টাকার কোলেক্টারি সামনে এসেছে। যার মধ্যে বিচ্যুত অর্থের পরিমাণ ২২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৩৫ টাকা। আর ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৪ টাকা হাঙ্গিস হয়ে গিয়েছে। সবগুলো পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হলে এই আর্থিক বিচ্যুতির পরিমাণ হ্বেথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

### বেতনে কাঁচি

●**প্রথম পাতার পর** ২০ - ২৫ বছর যাবৎ চাকুরি করছেন এবং প্রত্যেক বছরই এই অতিরিক্ত মাসের বেতন ৩০ দিনেরই পেয়ে আসছেন। এমনকী এই অতিরিক্ত সুপারের আগের দুই বছর ৩০ দিনের বেতন দিয়েছে। এখন হঠাৎ যাবার দায়ে উনি আবিষ্কার করলেন যে ২৯ দিনের বেতনই সঠিক। এখানেই উঠে আসে একই প্রশ্ন, তা হল উনার দাবি যদি সঠিক হয়, তাহলে বিগত দুই বছর উনি মোট দুই দিনের বেতন বেশি বেতনছেন। এখন ওই দুইদিনের বেতন টাকার অঙ্কে যা ৫০ লক্ষের কম হবে না তা উনার ভুলে সরকারি কোষাগার থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন এই বিশাল অর্থ সুদসমের চোখেও পড়ছে মোয়াদ ফুরিয়ে আসছে, অথচ এত কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল না, তবে সেসব স্কট অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত স্বাস্থ্য দফতর। এক্স-রে প্লট জনগণের টাকায় কেনা হয়, কেন নষ্ট প্লট এল, কী করে এক্সপারার হয়, তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে রোগীরা মন্তব্য করেছেন।

●**তিনের পাতার পর** চলেতে দেবো না। তবে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানগুলিতে মদ খেয়ে কেউ যদি ঘরে গিয়ে অশান্তি করেন তাহলে কি ব্যবস্থা নেনবন তার জবাব নেই প্রাক্তন অধ্যক্ষের কাছে। তিনি পুলিশের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যদিও পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেবের আওতাধীন। রাজ্য সরকারি বরাবরই পুলিশকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলে গেছে। পুলিশ ভালো কাজ করে না এমন কথা মুখ্যমন্ত্রীও বলেন না। অথচ বিজেপি দলের প্রতীণ বিধায়ক রেবতী মোহন দাস প্রকাশেই এখন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তিনি বলেনছেন, নেশা হ্রবোর ব্যবসার বিরুদ্ধে পুলিশের স্কেনও ভূমিকা নেই। নেশা কারবারিদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আছে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে। যদি পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকতো তবে সেতুর নিচে এভাবে মদ বিক্রি করতে পারতো না কেউ। টানা তিন দিন ধরে পুলিশের কাজ করে যাচ্ছেন বিধায়ক রেবতী মোহান দাস। পুলিশকে এই যথি বাড়ি মদ বিক্রি বাতিল অভিযান করছেন। মদ ব্যবসায় যুক্ত অভিযুক্তদের আটক করে আবার ঈশ্ময়ারি দিয়ে ছেড়েও দিচ্ছেন। কোনও ক্ষেত্রে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া দরকার বলে মনে করছেন না বলে অভিযোগ। বিধায়কের এই কর্মকাণ্ডে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, পুলিশ কি তাহলে নেশা কারবারিদের সঙ্গে মিলে গেছেন? কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়ি এবং মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এলাকায় টানা তিনদিন অভিযান করলেন বিজেপি বিধায়ক। বারবার দেশার বিরুদ্ধে পুলিশের পুরো ব্যর্থতার কথা তিনি বলে গেছেন। অথচ বিজেপি জোট সরকার এখনও পর্যন্ত এই দুই থানার ওসির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকী সাধারণ শোকেজ মোশিন পর্যন্ত ধরানো হয়নি পুলিশ সন্নর দফতর থেকে। এই ঘটনায় বিধায়ক রেবতী মোহান দাসের অভিযানের উপরও শাসকদলের কতটুকু সমর্থন রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিন বিদ্যাসাগর বাজার থেকে এক দেশি মদ বিক্রেতাও আটক করে কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়ির হাতে তুলে দিরাছেন বিধায়ক।















## জানা ওজানা

# হরেক রকম ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া প্রাণিজগতের সবচেয়ে ছোট এককোষী অণুজীব। এরা সহজ জীবনযাপন করতে পারে। পৃথিবীতে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া বাস করে। মরুভূমি থেকে প্যাচপাঁচো কাদায়, প্রাণীর অস্ত্রে, গাছের শিকড়ে এবং সমুদ্রের তলদেশ তথা পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় এদের বাস। মানুষ বা প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য ব্যাকটেরিয়া অপরিহার্য। কিন্তু এরা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে মারাত্মক রোগ হতে পারে।

১. Clostridium Botulinum (ক্লোস্টিডিয়াম বটুলিয়াম): সাধারণত মাটিতে বাস করে। কিন্তু এরা ভয়ংকর বিষ উৎপাদন করতে পারে। সেই বিষে মানুষ বা প্রাণী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আর সব ব্যাকটেরিয়ার মতো এরাও জ্যামিতিক হারে বিভাজিত হয় এবং দ্রুত সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলে।

২. Nitrobacter (নাইট্রোব্যাকটার): মাটি ও জলকে উর্বর করে, গাছপালা এবং প্রাণীদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। এরা লম্বা চুল বা চাবুকের মতো লেজ নাড়িয়ে সামনের দিকে এগোতে পারে। প্রতি সেকেন্ডে এরা ৫০ বার চুল আর লেজ নাড়াতে পারে। ৩. Staphylococcus epidermidis (স্ট্যাফিলোকক্কাস এপিডার্মিডিস): মানুষের ত্বকে বসবাস করে এই ব্যাকটেরিয়া। সচরাচর এরা তেমন ক্ষতি করে না। যদি এরা শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তাহলে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

# রেডিয়াম শব্দটি যেভাবে পেলাম

রেডিওআ্যকটিভ বা তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়ামের আবিষ্কর্তা মেরি কুরি ও তাঁর স্বামী পিয়েরে কুরি। পিচব্লেন্ড খনিজ থেকে ইউরেনিয়াম আলাদা করার পরও তাতে তেজস্ক্রিয় ধর্ম দেখতে পান কুরি দম্পতি। ১৯৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর এই মৌল আবিষ্কার করেন তাঁরা। এর পাঁচ দিন পর অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর ফরাসি বিজ্ঞান একাডেমিতে এই আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছিলেন কুরি দম্পতি। প্রায় এক বছর পর মৌলটির নামকরণ করা হয় রেডিয়াম। শব্দটির উত ল্যাটিন রেডিয়াস (রশ্মি) থেকে। রশ্মিরূপে মৌলটি শক্তি নিঃসরণ করতে পারে বলেই এমন নামকরণ। রেডিয়াম জলেতে গেলোলে তা অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। মৌলটি আবিষ্কারের পর একে বেশ কিছু রোগ নিরাময়ের অলৌকিক টনিক হিসেবে ভাবা হয়েছিল। সে কারণেই বিশ শতকের শুরু দিকে আশ্চর্য ওষুধের উপাদান হিসেবে রেডিয়াম ব্যবহার করা হতো। হাভুড়ে ডাক্তারের কাছে এটি তাই মহৌষধ ছিল। এ সময়েই রেডিয়াম চকলেট, রেডিয়াম ওয়াটার, রেডিয়াম ব্রেড নামের নিতানতুন পণ্যে বাজারে ছেয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল রেডিঅ্যাক্ভ্রিনোটের নামের একটি যন্ত্র। যৌবন ধরে রাখতে, সতেজ জীবন লাভের আশায় অনেকেই এই দামি যন্ত্রটি পেটের নিচে বেঁধে রাখতে ঘুমাত। প্রায় ক্রেডিট কার্ডের সমান এই যন্ত্রে অনেকখানি রেডিয়াম ব্যবহার করা হতো। তাতে এটি বানানোর খরচও ছিল বেশি। তাই দামীও অনেক বেশি হওয়ায় এর প্রধান ক্রেতা ছিল মূলত বিদ্ববানেরা। অন্যদিকে সাধারণের জন্য সস্তায় কিছু ভুয়া রেডিঅ্যাক্ভ্রিনোটের যন্ত্রও বাজারে পাওয়া যেত। এগুলোতে রেডিয়াম থাকত খুব অল্প কিংবা কোনো

৪. Psychrobacter urativorans (সাইক্রোব্যাকটার আর্টিভোরানস): এরা অত্যন্ত ঠান্ডা জায়গায়ও বাঁচতে পারে। অতি ঠান্ডায় যাতে জমে যেতে না পারে, সে জন্য এদের শরীরে রয়েছে বিশেষ একধরনের পদার্থ। ৫. Lactobacillus acidophilus (ল্যাকটোব্যাকিলাস অ্যাসিডোফিলিস): গরম দুধে এরা খুব ভালো বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। দুই তৈরিতে এই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। ৬. Deinococcus radiodurans (ডেইনোকক্কাস রেডিওডুরানস): পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তপ্রাণ ব্যাকটেরিয়া। এরা তীব্র শীতে, শক্তিশালী অ্যাসিডে ও শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সহ করেও বেঁচে থাকতে পারে। ৭. Escherichia col (এসকেরিকা কলি): মানুষের অস্ত্রে বসবাসকারী সবচেয়ে পরিচিত ব্যাকটেরিয়া। এরা সাধারণত ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এদের কিছু প্রজাতি খাদ্যে বিষক্রিয়া তৈরি করে। ৮. Acetobacter aceti (অ্যাকেটোব্যাকটার অ্যাকেটি): ভিনেগার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এই ব্যাকটেরিয়া। ৯. Vibrio cholerae (ডেইনোকক্কাস রেডিওডুরানস): দূষিত পানি ও খাদ্যে বসবাসকারী এই ব্যাকটেরিয়া কলেরা রোগের কারণ। ১০. Nostoc (নোস্টক): স্যাঁতসাঁতে জায়গায় এদের বাস। এরা সূর্যালোকের সাহায্যে শক্তি সংগ্রহ করে এং লম্বা শিকলের মতো বেড়ে ওঠে, ঠিক উদ্ভিদ যেভাবে সূর্যালোকের সাহায্যে বেঁচে থাকে।

## পুলিশের বেধড়ক মারে মৃত্যু কিশোরের

লখনউ, ২৩ জানুয়ারি।। ফোন চুরির অভিযোগে এক কিশোরকে থানায় ডেকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে। পুলিশের মার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরের। মৃতের দিদি জানিয়েছেন, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফোন চুরির অভিযোগে আনে তাঁদেরই এক কাকা। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই কিশোরকে থানায় ডেকে পাঠায়। কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে তার মা থানায় গিয়েছিলেন। অভিযোগ, ছেলটির মাকে থানা থেকে চলে যেতে বলা হয়। কিছুক্ষণ পরই ছেলোটি বাড়িতে ফিরে আসে। পরিবারের সদস্যদের কাছে জানায় যে পুলিশ তাকে বেধড়ক মারধর করেছে। হাত-পায়ে ধরা সত্ত্বেও রেহাই দেওয়া হয়নি তাকে। কিশোরের দিদি জানিয়েছেন, বাড়িতে ফেরার কিছুক্ষণ পরই ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর ভাইয়ের। এই ঘটনার পরই এলাকায় কোভের সৃষ্টি হয়। দোষী পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলেছেন এলাকাবাসীরা।

# কেদ্র-রাজ্য সম্পর্কের মূলে আঘাত, আইএএস ক্যাডার রুল নিয়ে চিঠি একাধিক মুখ্যমন্ত্রীর

ত্রিঙ্গুনপুত্রম/চেমাই, ২৩ জানুয়ারি।। প্রস্তাবিত আইএএস ক্যাডার রুলের বিরোধিতায় এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগ দিলেন আরও দুই মুখ্যমন্ত্রী। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন পৃথকভাবে চিঠি লিখে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। স্ট্যালিন লিখেছেন, কেন্দ্রের প্রস্তাবিত এই পরিবর্তন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলে আঘাত করবে। এই পদক্ষেপ রাজ্যের স্বাধিকারেও হস্তক্ষেপের শামিল। বিজয়ন এই পরিকল্পনা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছেন, এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আইএএস অফিসারদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। এই ধরনের নিয়ম কার্যকর হলে আইএএস অফিসারেরা তাঁদের কার্যকাল জুড়ে শান্তির ভয়ে কীটা হয়ে থাকবেন। এর ফলে ভারতে যে শক্তপোক্ত অমলাতন্ত্রের ভিত্তি রয়েছে তা নড়বড়ে হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দুই মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দু'বার চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। বিজয়নের মতো প্রস্তাবিত রুল কার্যকর হলে সামঞ্জস্যের অভাব হবে। বর্তমানে যে ডেপুটেশন রুল রয়েছে তা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের দিকে অনেকটা ঝুঁকে রয়েছে। তিনি লিখেছেন, ‘প্রস্তাবিত সংশোধনের ফলে অফিসারদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা দেবে। বিশেষত কেন্দ্রে যদি রাজ্যের বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন থাকে।’ স্ট্যালিন লিখেছেন, ‘আমি স্পষ্ট জানাতে চাই কেন্দ্রের আ্ত ক্যাডার ব্যবস্থাপনা নীতির কারণে অনেক রাজ্যেই বরিষ্ঠ আইএএস আধিকারিকদের সংখ্যা অপ্রতুল।’ কেন্দ্রের প্রস্তাবিত এই সংশোধন ইতিমধ্যেই অ-বিজেপি রাজ্যগুলি থেকে ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেলহট, ছত্তিশগড়ের ভূপেশ বাঘেল এবং ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোেনেও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এর বিরোধিতা করেছেন। কেন্দ্র অবশ্য সাফাই দিয়েছে, রাজ্যগুলি আইএস অফিসারদের ছাড়তে না চাওয়ায় কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

# গোষ্ঠী সংক্রমণ পর্যায়ে রয়েছে ওমিক্রন ঃ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। সারা বিশ্বজুড়েই উদ্বেগ তৈরি করেছে করোনা ভাইরাসের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন। ভারতেও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে এই ভ্যারিয়েন্ট। তবে এ দেশে ওমিক্রন সংক্রমণ আর বিচ্ছিন্ন কোনও সংক্রমণ নয়। তা বর্তমানে দেশে গোষ্ঠী সংক্রমণের পর্যায়ে রয়েছে। দেশের বড় শহরগুলিতে এই ভ্যারিয়েন্টই দাপট দেখাচ্ছে। এই শহরগুলিতে বিগত কিছুদিন ধরে মাত্রাছাড়াভাবে করোনা আক্রান্ত’র সংখ্যা বেড়েছে। আইএনএসএসিওজি তাদের হাজারি বুলেটিনে একথা জানিয়েছে। আইএনএসএসিওজি কীভাবে সংক্রমণ ছড়ায় তা পরীক্ষা করতে সারা দেশজুড়ে ভ্যারিয়েশন পরীক্ষা করে দেখে। সংক্রমণ কীভাবে ছড়ায়, বিবর্তন হয় তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আইএনএসএসিওজি সম্ভাব্য সবচেয়ে কার্যকর

জনস্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকে। এই সংস্থা অনেকটা SARS-CoV-২ জিনোমিক্রনকনসোর্টিয়াম। কেন্দ্রের এই গবেষণা সংস্থা আরও জানিয়েছে যে, ওমিক্রনের সংক্রমক সাব ভ্যারিয়েন্ট বিএ-২ ভারতে উল্লেখযোগ্য ভাগশা্ত হারে চিহ্নিত করা গিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওমিক্রন আক্রান্ত হয় উপসহরীয় বা মৃদু। করোনার চলতি ঢেউয়ে হাসপাতালে ভর্তি বা আইসিইউ-তে রাখার ঘটনা বাড়ছে এবং আশঙ্কার পর্যায় অপরিবর্তিত রয়েছে। আইএনএসএসিওজি ১০ জানুয়ারির বুলেটিনে এ কথা জানিয়েছে, তা রবিবার প্রকাশিত হয়েছে। বুলেটিনে বলা হয়েছে, ওমিক্রন এখন ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণ পর্যায়ে রয়েছে। বেশ কয়েকটি মেট্রো শহরে এই স্ট্রেন প্রধান হয়ে উঠেছে, যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা

## প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রচার ভিডিও নিয়ে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের অনুশীলন চলছে নয়াদিল্লির বিজয় চকে। নৌসেনার পোশাকে অনুশীলনে অংশ নিয়েছেন সেনা জওয়ানরা। সেখানে কী গান বাজবে? শুনে আপনিও চমকে উঠবেন। ‘মণিকা ও মাই ডার্লিং’ হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। হাতে সমরাস্ত্র। সুসজ্জিত সেনা জওয়ানরা। তাঁদের বাদ্যযন্ত্রে বাজছে একের পর এক বলিউডের গান। এমনই একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে সরকারি একটি টুইটার হ্যান্ডল থেকে। অনেকেই এই ভিডিওটিতে মজা পেলেও এর সমালোচনাও হচ্ছে। অনেকের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, সেনার এই কাজ তাঁরা ভালভাবে দেখছেন না। যে ভিডিও ইতিমধ্যে ২৯ হাজার বারেরও বেশি দেখা হয়েছে। ভাইরাল এই ভিডিও ক্রমান্বত শেয়ার হয়েই চলেছে। মাইগভইন্ডিয়া-র টুইটারে ওই ভিডিও শেয়ার করে লেখা হয়েছে, ‘কী দুর্দান্ত দৃশ্য! এই ভিডিও দেখে আপনি মজা পাবেন। আপনি কি ৭৩তম সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান দেখতে চান? তা হলে এখনই আপনার আসন বুককন।’ক্রমাগত শেয়ার হওয়া এই ভিডিও’র নীচেজমা হচ্ছে মজার মজার সব মন্তব্য। কী গানই বেঁধেছিলেন রাহুল দেব বর্মাণ

## বির্বেষমূলক ভাষণে মুসলিম নেতাদের গ্রেফতার করার আবেদন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। দিল্লি ও হরিদ্বারে তথাকথিত ধর্ম সংসদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ভাষণ নিয়ে তোলপাড় দেশ। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পর গ্রেফতার হয়েছেন যাতি নরসিংহানন্দ ও জিতেন্দ্র নারায়ণ ত্যাগী (ধর্মাস্তরগণের আগের নাম ওয়াসিম রিজভি)। এবার এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়ল আবেদন। দু’টি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ওই আবেদনের নির্যাস, ঘৃণা-ভাষণের জন্য গ্রেফতার করা হোক মুসলিম নেতাদেরই। সংশ্লিষ্ট মামলায় তাদের যুক্ত করারও আবেদন জানিয়েছে দুই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। ‘হিন্দু সেনা’ নামে সংগঠনটির তরফে শীর্ষ আদালতে জমা পড়া আবেদনে দাবি করা হয়েছে, ‘ধর্ম সংসদে ধর্মীয় নেতাদের ওই বক্তব্যের কারণ হিন্দু সংস্কৃতির উপর অ-হিন্দুদের আক্রমণ। একে কোনওভাবেই ঘৃণা-ভাষণ হিসেবে অভিহিত করা যায় না।’ আবেদনে বলা হয়েছে, ‘হিন্দুদের আধ্যাত্মিক নেতাদের কলঙ্কিত করার প্রয়াস চলছে আবেদনকারী এক জন মুসলিম ধর্মাবলম্বী এবং তিনি হিন্দু ধর্ম সংসদ নিয়ে আপত্তি জানাতে পারেন না।’ প্রঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি দায়ের করেছেন পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অঞ্জন প্রকাশ এবং সাংবাদিক কুরবান আলি। ‘হিন্দু সেনা’ নামক সংগঠনটির সভাপতি বিষ্ণু গুপ্ত আরও দাবি জানিয়েছেন, ‘বিশ্বাণী হেফাজতে রয়েছেন।’



নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণবিষয় মূর্তির হলোগ্রাম উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি এই মূর্তি উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। পরবর্তীকালে ইন্ডিয়া গেটে গ্রানাইট দিয়ে তৈরি নেতাজির মূর্তি স্থাপিত হবে। রবিবার মূর্তি উন্মোচনের পর মোদি বলেন, “ভারতমাতার বীর সন্তান নেতাজিকে কোটি কোটি প্রণাম। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই মূর্তি স্বাধীনতার নায়কের প্রতি দেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি।” স্বাধীন ভারতের স্বপ্নপূরণ এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, “পৃথিবীর কোনও শক্তি সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য আটকাবে।” নেতাজি দেশভক্তির প্রতীক বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, “নেতাজি আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে শিখিয়েছেন। স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক ভারতের বিকাশ জুগিয়েছিলেন।” তাঁর কথায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বিষয়টি উঠে এসেছে। কী ভাবে দেশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে চেলে সাজানো হয়েছে তারও উল্লেখ

● এরপর দুইয়ের পাভায়

### মমতার ঘোষণা

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ময়দানে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জপন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে হাজির বিশিষ্টজনেরাও। বেল্য সওয়া বারোটায় নেতাজির জন্মক্ষেপে বেজে ওঠে সাইরেন। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীকে শঙ্খ বাজাতে দেখা যায়। তারপর নেতাজি মূর্তিতে পুষ্পার্থ নিবেদন করেন তিনি। এরপর একে একে নেতাজি মূর্তিতে পুষ্পার্থ নিবেদন করেন নেতাজি পরিবারের সদস্যরা থেকে অন্যান্য বিশিষ্টরা। পুষ্পার্থ নিবেদনের সময় মাঞ্চ নেতাজির গান গাইতে শোনা যায় নেতাজি পরিবারের সদস্য সুগত বসু ও তাঁর ভাইকে। নিজে’র ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “নেতাজি শুধু বাংলার নন, তিনি দেশের, তিনি গোটা বিশ্বের।” বাংলায় যোজনা কমিশন পড়ে তোলা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। নেতাজি যোজনা

● এরপর দুইয়ের পাভায়

## কেজরি’র ভবিষ্যদ্বাণী

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। আগামী পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আম আদমি পা্টি। দলের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, তাঁর দলের কাছে গোপন সূত্রে খবর আছে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তাকে হারার ভয় থাকলেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে বিরোধীদের ভয় দেখায় বিজেপি, বলেন কেজরি। তবে তা নিয়ে চরণজিত সিং চাম্লির মতো হায্যকার করেন না তিনি, সাফ কথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। রবিবার কেজরিওয়াল বলেন, ‘আমাদের কাছে খবর আছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পাঞ্জাব নির্বাচনের আগে সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করতে আসবে ইন্ডি। জৈনকে দু’বার রেড করেছে কেন্দ্র, কিন্তু কিছুই পায়নি। আবার যদি তারা আসতে চায়, স্বাগতম। কারণ এটি নির্বাচনের মরসুম আর বিজেপি যখনই দেখে তারা হারছে তখনই সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে লেলিয়ে দেয়। তাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে কিছু রেড হবে, কয়েকজন গ্রেফতার হবে।’ কেজরিওয়াল রীতিমতো চ্যালেন্জ নিয়ে বলেন, ‘আমরা ভীত নই কারণ আমরা সত্যের পথে রয়েছি আর এই সব বাধা আসতে বাধ্য। প্রিজ সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, দিল্লি পুলিশকেও পাঠান। আমাদের সবাইকেই আগে রেড করা হয়েছে।’ অতীতে ২১ জন বিধায়ক গ্রেফতার হয়েছেন। এবার বড়জোর সত্যেন্দ্র জৈন গ্রেফতার হলে, আবার দু’দিন বাদে জামিন পেয়ে যাবেন। আমরা গ্রেফতার হতে ভয় পাই না।’ এরপর পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, ‘অবশ্য আমরা চরণজিত সিং চাম্লির মতো ঘান ঘান করছি না। কারণ আমরা কোনও ভুল কিছু করিনি। চাম্লিজী চাপে পড়ছেন হয়তো তাঁর কিছু লুকানোর আছে। মানুষ এখন জানেন, এই ১১১ দিনে তিনি কী করেছেন। আমাদের সেরকম কিছু নেই। সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে স্বাগত, শুধু সত্যেন্দ্র জৈনের বাড়ি নয় আমার কাছেও।’

## লাইফ স্টাইল

# বাড়িতে বসেই কমবে ওজন

## শুধু মানতে হবে ডায়েট ও শরীরচর্চার এই পরামর্শগুলি



করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে অনেকেই আবার ওয়ার্ল্ড ফ্রম হোম শুরু হয়েছে। কোভিডের ভয়ে কেউ কেউ বন্ধ করে

দিয়েছেন জিমে যাওয়া। এই পরিস্থিতিতে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা বড় একটা চ্যালেঞ্জ। তবে একটু মুশকিল হলেও অসম্ভব

কিন্তু নয়

একবারেই।—নিউট্রিশনিষ্ট মুক্ধা প্রধান বাড়ি বসে ওজন কমানোর কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। সত্যেন্দ্র সেগুলোতেই একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক--ক্ষতিকারক খাবার যেমন তেল, চিনি, ময়দা আর প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলুন। ডিম, মাংস, মাছ, পনিরের মতো প্রোটিন রিচ খাবার রাখুন তালিকায়। দুটি মিলের মাঝে খিদে পেলে ম্যাক্স হিসেবে ড্রাই ফুটস আর ফল খেতে পারেন। নিউট্রিশনিষ্ট মাধবী কর্মকার শর্মা দেখিয়েছেন কীভাবে

ডায়েট চার্ট স্বাস্থ্যকর করে

তোলা যায়। চলুন দেখে নেই সেগুলো-- বাড়িতে তৈরি করা খাবার সবসময় স্বাস্থ্যকর। হাতে শুধু কতটা পরিমাণে খাবার খাচ্ছেন ও খাবারের গুণগত মানের দিকে নজর দিলেই হবে না, কোন সময়ে খাবার খাচ্ছেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সান ক্লক সবচেয়ে ভালো কাজ করে খাবার হজম করতে ও খাবার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে নিতে। সকাল ৯টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেয়ে ফেলুন। সূজির পোলাও,

ইডলি, ব্রাউন ব্রেড, ডিম সন্ধ্র খান ব্রেকফাস্টে। তেল জাতীয় খাবার বা ভাজাভুজি না খাওয়াই ভালো। ২টে থেকে আড়াইটের মধ্যে দুপুরের খাওয়া সেয়ে নিন। ১ কাপ ভাত, ডাল, সবজি, মাছ অথবা মাংস রাখুন মেনুতে। রান্নায় যত কম তেল দেওয়া যায় তত ভালো। ভাজাভুজি খাবেন না একেবারে। ৫টা নাগাদ টিফিন করুন। চা, বাদাম, ছানা, মখন খেতে পারেন। রাত ৯টার মধ্যে খেয়ে নিন রাতের খাবার। রাত্তে খুব হালকা খাবার খান। খাওয়ার অন্তত ২ ঘণ্টা পর শুতে যান। ঘরে বসে এক্সারসাইজ শুধু ডায়েট করলেই হত হোল না, সঙ্গে আপনাকে শরীরচর্চার

দিকেও নজর দিতে হবে। দেখুন কী কী এক্সারসাইজ করতে পারবেন বাড়িতে বসেই। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করুন দু’-তিনবার। ফোনে কথা বলার সময় ঘরের মধ্যেই হাঁটুন। ছাদে সকাল-বিকেল হাঁটুন। খালি সময়ে কাছের কোনও মাঠে বা পার্কেও হাঁটতে যেতে পারেন। সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন শরীরচর্চা করুন। স্পোর্ট জগিং, স্কোয়াট, সিট আপ, পুশ আপ, ওয়াল সিট করতে পারেন বাড়িতেই। যোগাও খুব কার্যকরী ওজন কমানো ও শরীর শেপে আনতে।



# এগিয়ে চল সংঘের তাণ্ডবে উত্তপ্ত উমাকান্ত



**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি :** এতদিন মসৃণভাবে সব কিছু চলছিল। তাই ভদ্র পোশাকের আড়ালে অভদ্র চেহারাগুলি লুকিয়েছিল। রবিবার উমাকান্ত মাঠে সব কিছুই যেন উলট-পালট হয়ে গেলো। আভারতগ রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরে যেতেই এগিয়ে চল সংঘ-র কর্মকর্তাদের সেই অভদ্র চেহারাগুলি বেরিয়ে এলো। আগরতলার ময়দানের বৈশিষ্ট্য হলো, হারলেই রেফারির দোষ ধরে ক্লাবগুলি। এদিন রামকৃষ্ণ ক্লাবের উজ্জীবিত ফুটবল গুরু থেকেই এগিয়ে চল সংঘের শিবিরে কাঁপনি ধরিয়ে দেয়। তাই সারাক্ষণ দলের কোচ সজ্জিত হালদার এবং ম্যানেজার দীপক

বণিক-র টাগেট ছিল রেফারিরা। রেফারির কোনও সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেই তাদের রোষ আঁছড়ে পড়েছে রেফারিদের উপর। বিশেষ করে চতুর্থ রেফারি আদিত্য দেববর্মা-কে এদিন কঠিন পরীক্ষায় বসতে হয়। মানুষের মুখ এত খারাপ হয় তা এগিয়ে চল সংঘের ম্যানেজার দীপক বণিক-র কথা না শুনেলে কেউ বুঝবে না। চতুর্থ রেফারি আদিত্য দেববর্মা সারা জীবন ভুলতে পারবে না এদিনের দীপক-র গালাগাল। টিএফএ-র ভূমিকায় হতাশ দর্শকরা। ঘটনা হলো, এদিন রেফারি সেরকম। বড় ধরনের কোনও ভুল করেনি। কিন্তু এগিয়ে চল সংঘ গুরু থেকেই পরাজয়ের আশঙ্কায় ছিল। তাই সহজ টাগেট ছিল রেফারিরা। প্রশ্ন



হলো, একটি ক্লাব মাঠের ভেতরে এধরনের ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করলো অথচ টিএফএ-র লিগ কমিটির কাউকেই দেখা গেলো না? যেভাবেই হোক একটি প্রতিযোগিতা শেষ করা কি তাদের কাজ? একটি ক্লাব রীতিমতো অসভ্যতা করলো তাদের শান্তি হবে? লিগ কমিটি কি প্রমাণ করতে পারবে যে তারা আসর পরিচালনায় সম্পূর্ণ যোগ্য? নাকি নপুংসক ভূমিকায় থেকে যাবে টিএফএ-র লিগ কমিটি? এদিন এগিয়ে চল সংঘ যা করলো তাতে সজ্জিত গোটা মাঠ। প্রত্যেকেরই প্রশ্ন, লিগ কমিটি কি করছিল? এগিয়ে চল সংঘের কতিপয় কর্মকর্তার এই অসভ্যতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া

হবে? চলতি বছর ফুটবল আসরে একের পর এক অতৈতিক ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অঙ্গ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে টিএফএ-কে। করোনা আবহে ফুটবল হচ্ছে। সেই সমস্ত বিতর্ক দূরে সরিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করানোই যেন তাদের মূল লক্ষ্য। তাই কিছু ক্লাব অসভ্যতা করেও বহাল তব্বি়তে। প্রশ্ন উঠেছে, রেফারির ভূমিকা নিয়ে। এগিয়ে চল সংঘ-র কোচ এবং ম্যানেজার যেরকম অসভ্যতা করলো তাতে দুই জনেরই লালকাড় দেখার কথা। তাদের সাইড রোফে বসে থাকার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## মর্ডার ক্লাবের দাবায় চ্যাম্পিয়ন অভিজ্ঞান

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি :** নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে মর্ডার ক্লাব আয়োজিত দাবা প্রতিযোগিতায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো অভিজ্ঞান ঘোষ। পাঁচ রাউন্ডের আসরে সাড়ে চার পয়েন্ট পেয়ে খেতাব জিতলো অভিজ্ঞান। আসরে ৩৩ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় স্থান পায় দেবাক্ষর ব্যানার্জি। তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থানধিকারীরা হলো—আয়ুষ সাহা, নিলোৎপল দত্ত, মেহেকদীপ গোস্ব। অনুর্ধ্ব-৮ বিভাগে আরাদ্যা দাস, স্বপ্নিল পাল, শিগঞ্জোতি দেব, অদৃজা সাহা, অনুর্ধ্ব ১০ বিভাগে বিনীত চক্রবর্তী, রিজা দেবনাথ, রুদ্রনীল দেবনাথ, জাগতি দত্ত, অনুর্ধ্ব ১২ বিভাগে শ্রীজীব মজুমদার, মঞ্জিষ্ঠা দেবনাথ, সোমরাজ সাহা, দেবজিৎ দে, শ্রেয়সী সাহা, অনুর্ধ্ব ১৪ বিভাগে অনুরাগ সাহা, নির্বাণ মজুমদার, সৃষ্টিরাজ সাহা, কৃতিস্মাতা দাসগুপ্ত, অনিক দেবনাথ, কৃষ্ণিকা সাহা প্রমুখ দাবাড়ুরা ভালো পারফরম্যান্স করেছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

## দুই দিনব্যাপী টেনিস প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি :** বাধারহাট টেনিস কোর্টিং সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী টেনিস প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হলো রবিবার। পুরুষ সিঙ্গেলসে তরুণ কাপুর-কে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে দীপক কুমার চাকমা। পুরুষ ডাবলসে বিজয়ী হয়েছে অবিনাশ সাহা-জন হানসক জুটি। রানার্সআপ হয়েছে তরুণ কাপুর-অর্নিবর্গ দত্ত জুটি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মী সহ অন্যান্যরা।

## ছেলের সঙ্গে একই দলে বাবা, আফগান ক্রিকেটে বিরল ঘটনা

**কাবুল, ২৩ জানুয়ারি।** একই দলে ছেলে এবং বাবা। ক্রিকেটার্স বেনিফিট লিগে এ বছর একই দলের হয়ে খেললেন আফগানিস্তানের মহামুদ নবি এবং তাঁর ছেলে হাসান। ভবিষ্যতে জাতীয় দলের হয়েও সম্ভব হলে একসঙ্গে খেলতে ইচ্ছুক নবি। অনেক লড়াই করে ক্রিকেট শিখতে হয়েছে নবিকে। তিনি বলেন, “ছেটবেলায় আমার কিছু ছিল না। হাসানের আছে। সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে বড় হয়েছি আমরা। গুকে বলেছি আমাদের সময় এই ধরনের আর্থনিক সরঞ্জাম ছিল না। ক্রিকেট খেলার পরিস্থিতি ছিল না।” সেখান থেকে উঠে এসে ২০০৯ সালে আফগানিস্তানের হয়ে অভিষেক ঘটে নবির। ইচ্ছা আছে আরও কয়েক বছর খেলার এক সাক্ষাৎকারে নবি বলেন, “আশা করেছিলাম এক সঙ্গে খেলব। আশা করি জাতীয় দলের হয়ে খেলব। আমি এখনও আফগানিস্তানের হয়ে কয়েক বছর খেলতে পারব। বেশ কিছু লিগেও খেলব। হাসান বড় হবে। আশা করব অনুর্ধ্ব ১৯ দলে খেলবে। ক্ষমতা থাকলে জাতীয় দলের হয়েও খেলব। প্রথম বার এক সঙ্গে খেললাম। ও বেশ চাপে ছিল। গুর প্রতিটা আছে।” হাসানের বয়স ১৬, নবির ৩৭ বছর। জাতীয় দলে একসঙ্গে বাবা-ছেলে খেলবে কি না তা সময় বলবে।

## করোনার কারণে ফের বাতিল হতে পারে রঞ্জি ট্রফি

**মুম্বাই, ২৩ জানুয়ারি।** আরও এক বার বাতিল হতে পারে রঞ্জি ট্রফি। গত বছর করোনার জন্য বাতিল হয়ে গিয়েছিল ঘরোয়া ক্রিকেটের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। এ বারেও করোনার জন্য বাতিল হয়ে যেতে পারে রঞ্জি। ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল এ বারের রঞ্জি ট্রফি। কিন্তু করোনার জন্য তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। বাংলা দলের একাধিক ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই সময়। ২ এপ্রিল থেকে শুরু হতে পারে আইপিএল। এমন অবস্থায় রঞ্জি ট্রফি আয়োজন করার মতো সময় ভারতীয় বোর্ডের কাছে প্রায় নেই। বিসিসিআই যদিও এখনও সরকারি ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। এক সংবাদমাধ্যমকে বোর্ডের এক কর্তা

●এরপর দুইয়ের পাভায়

# সরকারি আবাসগুলি ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি :** এনএসআরসিসি, ভগৎ সিং যুব আবাস ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। মূলতঃ খেলোয়াড়দের কথা চিন্তা করে এই দুইটি অত্যাধুনিক আবাস গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু কিছু ধান্দবাজের হাতে পড়ে আজ ব্যবসা কেন্দ্রে হয়ে দাঁড়িয়েছে এই আবাস। যে কোনও ব্যক্তিকেই অর্থের বিনিময়ে ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ভাড়ার কোনও রেকর্ডও থাকে না। ভগৎ সিং যুব আবাস নিয়ে অনেক আগে থেকেই এই ধরনের অভিযোগ ছিল। দাম আমলেই ভগৎ সিং যুব আবাসকে কেন্দ্র করে একটা ব্যবসায়িক চক্র গড়ে উঠেছিল।

ক্রীড়া দফতরের অজান্তে এসব চলছিল। তবে বর্তমানে পুরো বিষয়টিই নাকি দফতর জানে। তবে সবাই নিজেদের শাসক দলীয় বাহুবলী হিসাবে পরিচয় দেয়। তাই সব জেনেও দফতর নাকি কিছু করতে পারে না। পূর্বতন এক অধিকর্তার প্রচলিত মত ছিল। তার মদতে বর্তমানে এনএসআরসিসিও নাকি ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। খেলোয়াড়দের জন্য যে ঘর বরাদ্দ হয়েছে সেগুলি এখন অর্থের বিনিময়ে সর্বসাধারণের কাছে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। ভাড়ার কোন রশিদও নেই। এক কুখ্যাত সহ-অধিকর্তা যখন এনএসআরসিসি-র দায়িত্বে ছিলেন তখন থেকেই নাকি এই দুই নম্বর আবাস গুরু হয়েছে। বিশাল অর্থ

ব্যয় করে এই কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যের খেলাধুলার উন্নয়ন এবং খেলোয়াড়দের সুবিধার জন্য যে কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে তা এখন দুস্কটক্রের হাতে পড়ে ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে খেলোয়াড় প্রায় শূন্য। গত বছর লকডাউন চলাকালীন সময়ে এর সুযোগ নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। অর্থের বিনিময়ে ঘর ভাড়া দেওয়ার পাশাপাশি এখানে নাকি জম্মানি, বিবাহবার্ষিকীও পালন করা হয়। খেলাধুলার একটি পবিত্র অঙ্গ আজ তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। ধান্দাবাজরাই এখন এনএসআরসিসি-তে সাধাজা কায়ম করেছে। ক্রীড়াপ্রেমীরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ।

# গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে অ্যাপেল্স কাউন্সিলকে

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি :** লোখা কমিটিকে মান্যতা দিয়েই নাকি টিসিএ-র কমিটি গঠিত হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত একজন ন্যায়পাল নিয়োগ করতে পারেনি। পাশাপাশি অ্যাপেল্স কাউন্সিলের একাধিক সদস্য একাধিক পদ দখল করে আছেন। সুতরাং এই কমিটি আদৌ বৈধ তা নিশ্চিত নয়। যদিও এই অবৈধ কমিটি দিবি রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। ৫ অক্টব বোয়ারর এবং অ্যাপেল্স কাউন্সিলের সদস্যরা মিলে টিসিএ-র প্রশাসন চালাবে। গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত নেবে। এটাই হলো লোখা কমিটির সুপারিশের সারাসং। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, টিসিএ একপ্রকার বেকার করে রেখেছে অ্যাপেল্স কাউন্সিলকে। অধিকাংশ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সভাপতি এবং যুগ্মসচিব। এক্ষেত্রে শুধু অ্যাপেল্স কাউন্সিল নয়, কমিটির অন্য সদস্যদেরও মতামত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সচিব অপসারণের মতো একটি অতৈতিক কাজ ঘটালেও সেক্ষেত্রে অধিকাংশ কাউন্সিলারকে জানানোই হয়নি।

এক ক্লাব কর্তা যিনি আবার অ্যাপেল্স কাউন্সিলেরও সদস্য। সভাপতি এবং যুগ্মসচিব এই ব্যক্তিকে সামনে রেখে সচিব অপসারণের কাজ হাত দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। বাকি কাউন্সিলারদের গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, রাজ্য জুড়ে ক্রিকেট বন্ধের যে ফরমান জারি করেছিলেন যুগ্মসচিব সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও কাউন্সিলারদের মতামত নেওয়া হয়নি। বস্তুতঃ কাউন্সিলাররা বুঝতেই পারছে না তাদের ভূমিকা কি? সদস্যদের কয়েকটি ক্লাবের দুই-তিনজন কর্তা যারা আবার কাউন্সিলের একমাত্র তারাই টিসিএ-র কাছে কিছুটা গুরুত্ব পায়। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্লাব রাজনীতি একটা বড় কারণ। এমনভাবেই অধিকাংশ ক্লাব টিসিএ-র উপর ক্ষুব্ধ। তাই দুই-তিনটি ক্লাবকে হাতে রাখতে চায় তারা। এই কারণেই তাদেরকে কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাজ্যের ক্রিকেট এই সময় গভীর সংকটে। দরকার সদর্থক কিছু করা। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া উচিত অ্যাপেল্স কাউন্সিলের সদস্যদের। টিসিএ-র অপেক্ষায় না থেকে তারা নিজেরাই নিজেদের গুরুত্ব আদায় করুক।

## বন্ধ জাতীয় ক্রিকেট, টিসিএ-র ক্লাব ক্রিকেট

# চরম আর্থিক সংকটে টেনিসে ঝুঁকছে ক্রিকেটাররা

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি :** টিসিএ-র বর্তমান কমিটির কল্যাণে দুই মরশুম ধরে বন্ধ ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট। একই অবস্থা মহুকুমা ক্লাব ক্রিকেটেও। এর মধ্যে সিনিয়র ক্রিকেটারদের জন্য দুঃসংবাদ হলো এবারও হচ্ছে না বিসিসিআই-র রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট। এই বছর যদি রঞ্জি ট্রফির খেলা হতো তাহলে ত্রিপুরার কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার প্রতি ম্যাচে ২.৪ লক্ষ টাকা করে ৫ ম্যাচে ১২ লক্ষ টাকা ম্যাচ মানি পেতো বোর্ড থেকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা খবর, তাতে এই বছর বিসিসিআই-র জাতীয় সিনিয়র চারদিনের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট হচ্ছে না। একদিকে রঞ্জি ট্রফি বাতিল তো অন্যদিকে দুই মরশুম ধরে বন্ধ আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট। ফলে চরম আর্থিক সংকটে রাজ্যের একটা বড় অংশের ক্রিকেটার। জানা গেছে, অতীতে এই সময়ে টিসিএ-র একাধিক ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হতো। পাশাপাশি

হতো মহুকুমা ক্লাব ক্রিকেট। ফলে ক্লাব ও মহুকুমা ক্রিকেটের জন্য ক্রিকেটারদের পুরোপুরি সময় দিতে হতো। ক্লাবগুলিও ভালো রেজাল্টের জন্য তাদের দলের প্রতিটি ক্রিকেটারের খবর রাখতো। ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট ও মহুকুমা ক্লাব ক্রিকেটের চাপে রাজ্যের ক্রিকেটারদের তখন অন্য কিছুতে সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন নাকি অন্য ভিন্ন। অভিযোগ, বেশ কিছু ক্রিকেটার অর্থের অভাবে এখন চুটিয়ে টেনিস ক্রিকেটে অংশ নিচ্ছে। নাম ভাঁড়িয়ে এখানে-ওখানে টেনিস ক্রিকেট খেলছে। জানা গেছে, অভাবের তাড়নায় নাকি অনেক নামি ক্রিকেটার ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকায় টেনিস ম্যাচে নেমে পড়ছে। জানা গেছে, চরম আর্থিক সংকটে সিনিয়র ক্রিকেটারদের পাশাপাশি অনেক জুনিয়র ক্রিকেটারও টেনিস খেলছে। এই প্রসঙ্গে ক্লাবগুলির বক্তব্য, এর জন্য পুরোপুরি দায়ী

টিসিএ। যেখানে ক্লাব ক্রিকেট ও মহুকুমা ক্রিকেটে এখন খেলার কথা ছিল সেখানে বাধ্য হয়ে তারা টেনিসে সোপান দিয়েছেন। কোন কোন ক্রিকেটার ক্লাবে খেলে বছরে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেতো। কিন্তু গত বছরের মতো এই বছরও ক্লাব ক্রিকেট না হওয়ায় খেলোয়াড়রা কোন টাকা পায়নি। যেহেতু ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-র কোন চিন্তাভাবনা নেই তাই ক্লাবগুলিও ক্রিকেটারদের কোন কিছু করেনি। এছাড়া দলবদল না হলে তো কে কোন দলে খেলবে তাও বলা যাবে না। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলেন, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি আজ তিলে তিলে রাজ্যের ক্রিকেটকে শেষ করে দিচ্ছে। দুই সিজন ধরে বন্ধ ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট। একটা সিজনে একটা ক্লাব প্রায় ৭-৮ লক্ষ টাকা পায়। কিন্তু দুই সিজন ধরে খেলা না হওয়ায় ক্লাব ১৪-১৬ লক্ষ টাকা পাচ্ছে না। আর ক্লাব ক্রিকেট না হওয়ায়

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## সৈয়দ মোদি ব্যাডমিন্টন জিতলেন সিদ্ধু

**নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।** সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে জয়ী হলেন গিভি সিদ্ধু। ফাইনালে তিনি হারালেন ভারতেরই মালবিকা বনসোদকে। ফল সিদ্ধুর পক্ষে ২১-১৩, ২১-১৬। ফলাফল দেখেই পরিস্কার, ম্যাচে বিপক্ষ সেভারে চাপে ফেলতে পারেননি সিদ্ধুকে। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার এই প্রতিযোগিতা জিতলেন সিদ্ধু। সিদ্ধুর প্রতিপক্ষ মালবিকা এর আগে ইন্ডিয়া ওপেনে সাহিনা নেহওয়ালের মতো প্রতিপক্ষকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন। মনে করা হয়েছিল, সিদ্ধুর বিরুদ্ধেও তিনি লড়াই দেবেন। সেই লড়াই কিছুটা হলেও দেখা গেল মালবিকার খেলায়। কিন্তু সিদ্ধুর মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে চাপে ফেলার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী সিদ্ধু অনায়াসেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ম্যাচ বের করে নেন। এ দিকে, পুরুষদের ফাইনাল ম্যাচ বাতিল হয়ে গেল। জানা গিয়েছে, এক প্রতিযোগীর করোনা ধরা পড়েছে। তবে তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন সংস্থার তরফে। পরে জানানো হবে এই ম্যাচে অপর প্রতিপক্ষকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে নাকি দু'জনেই যুগ্মভাবে বিজয়ী হবেন। ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন ফ্রান্সের দুই খেলোয়াড় আর্নড মার্কলে এবং লুকাস ক্লেয়ারবাউট।

# শেষরক্ষা হল না, শেষ ম্যাচে ৪ রানে হেরে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে চুনকাম হল ভারত



**কেপটাউন, ২৩ জানুয়ারি।** শেষ রক্ষা হল না। এক দিনের সিরিজের শেষ ম্যাচেও হেরে গেল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪ রানে হারল ভারত। এক দিনের সিরিজে হেরে গেল ০-৩ ব্যবধানে। গত বারের সফরে স্টেট সিরিজ হারার

পর এক দিনের সিরিজে দাপট দেখিয়েছিল ভারত। কিন্তু এ বার এক দিনের সিরিজে কেএল রাথলের দল কার্যত আত্মসমর্পণ করল। প্রথমে ব্যাট করেই হোক বা রান তাড়া করে, কোনও ব্যাপারেই তারা সফল হল না। শেষ ম্যাচে দীপক

চাহারের দুরন্ত পারফরম্যান্সও কাজে লাগল না। নিয়মরক্ষার ম্যাচে স্বাভাবিক ভাবেই দলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রাস্তায় হেঁটেছিল ভারত। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শার্দূল ঠাকুর, বেঙ্কটেশ আয়ার এবং ভুবনেশ্বর কুমারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। দলে এসেছিলেন সুর্যকুমার যাদব, জয়ন্ত যাদব, দীপক চাহার এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। রবিবার ভারত শুরুটা ভালই করেছিল। আগের ম্যাচে প্রায় শতরানের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া জানেমন মালানকে ১ রানে ফিরিয়ে দেন দীপক। তেতো বাঘুমা রান আউট হয়ে যান ৮ রানে। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার বড় ভরসা এডেন

●এরপর দুইয়ের পাভায়

# প্রিমিয়ার ক্রিকেটে জয়ী যুবশক্তি

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।** কুমারঘাট পূর্ত দফতর মাঠে আয়োজিত কু'মারঘাট টেনিস ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কু'মারঘাট যুবশক্তি। ফাইনালে তারা কৈলাসহর ডবলকে হারিয়ে দেয়। গত ৮

জানুয়ারি থেকে ২৪টি দলকে নিয়ে এই আসর শুরু হয়েছিলো। যার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো সংস্থার কাছে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অনেকটা যোগসানের মতো। এরাছো নাকি যোগসানও এখন কিছু লোকের কাছে ব্যবসা। অভিযোগ, দাবাকে কৌশলে ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিভাবান এবং নামি দাবাড়ুকে সামনে রেখে নাকি দাবা আজ এরাছো ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, এই ব্যবসার লাভ নাকি দাবার উন্নয়নের চেয়ে ব্যক্তিগত বা সংস্থাগতভাবে ভাগাভাগি হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানও অবশ্য বাড়তি প্রচারের জন্য দাবায় আসছে। আর এখানে সুযোগ নিচ্ছে

হাজার টাকা সহ টুফি পায়। বিজিত দল পেয়েছে ১৫ হাজার টাকা ও টুফি। ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট প্লে সেন্টারের সম্পাদক রিন্টুলাল দেব, রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভগবান দাস, সুধাংশু দাস সহ অন্যান্যরা।



## রাজ্য সংস্থাতেও লেগেছে রাজনীতির রং

# রাজ্যে দাবা আজ পণ্যে পরিণত

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি :** ফুটবল, ক্রিকেটের পর এরাছো দাবা এখন বেশ জনপ্রিয় ইভেন্ট। তবে একদিনে রাজ্যে দাবা এতটা জনপ্রিয় হয়নি। একদিকে রাজ্য দাবা সংস্থার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম তো অপরদিকে দাবায় রাজ্য থেকে বেশ কয়েকজন ভালো দাবাড়ু উঠে আসার পরিপ্রেক্ষিতেই এরাছো বিশেষ করে আগরতলায় দাবা অন্যতম জনপ্রিয় ও সফল ইভেন্ট। তবে ঘটনা হচ্ছে, দাবা যত জনপ্রিয় হচ্ছে ততই নাকি দাবাকে পুঁজি করে রীতিমত দোকান বা ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি দাবার দৌলতে কেউ কেউ নাকি প্রশাসনিক বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও তুলে নিচ্ছে। অতীতেও রাজ্যে দাবার ভালো ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। তবে দাবায় নাকি এতো ব্যবসা বা সরকারি সুযোগ হাতিয়ে নেওয়ার প্রবণতা আগে এত বেশি ছিল না। অভিযোগ, দাবার

জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে আগরতলায় এখন পুরোপুরি ব্যবসা শুরু হয়েছে। তালিকায় যেমন তেমনি নবতম সংযোজন নাকি রাজ্য দাবা সংস্থা এবং খোদ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদও। অভিযোগ, রাজ্য দাবা সংস্থায় নাকি রাজনীতির রং বেশ ভালো করেই লেগেছে। অতীতে নাকি রাজ্য দাবা সংস্থায় সেভাবে রাজনীতির রং লাগেনি। এছাড়া অতীতে নাকি দাবাকে ব্যবসা বা সরকারি সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে এখনকার মতো কাজে লাগানো হয়নি। এরাছো অতীতে দেশের অনেক বড় বড় দাবাড়ু এসেছেন। সুতরাং দাবায় এরাছো অনেকদিন ধরেই সমৃদ্ধ। তবে তখন অবশ্য অনলাইনে দাবা ছিল না। সময়ের সঙ্গে অনলাইনে দাবার দাপট বেড়েছে। অভিযোগ, এরাছো দাবাকে নাকি ব্যবসায় পরিণত করার পাশাপাশি সরকারি সুবিধা লুটের একটা জবরদস্ত প্রতিযোগিতা

চলছে। অভিযোগ, রাজ্য দাবায় রাজনীতির রং লাগার পরই নাকি দাবা এখন কিছু লোক এবং কিছু সংস্থার কাছে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অনেকটা যোগসানের মতো। এরাছো নাকি যোগসানও এখন কিছু লোকের কাছে ব্যবসা। অভিযোগ, দাবাকে কৌশলে ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিভাবান এবং নামি দাবাড়ুকে সামনে রেখে নাকি দাবা আজ এরাছো ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, এই ব্যবসার লাভ নাকি দাবার উন্নয়নের চেয়ে ব্যক্তিগত বা সংস্থাগতভাবে ভাগাভাগি হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানও অবশ্য বাড়তি প্রচারের জন্য দাবায় আসছে। আর এখানে সুযোগ নিচ্ছে

এখন একটা বিক্রিযোগ্য পণ্য হিসাবে জায়গা নিচ্ছে বলেও অভিযোগ। হয়তো অনেকেই রাগ করবেন। আড়ালে গালিও দেনে। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, দাবা-কে কি আজ এরাছো একটা পণ্য হিসাবে ব্যবহার করছে না কিছু মানুষ? আজ দাবার জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে তাদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য দাবা সংস্থা এবং রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের ভূমিকাও কিন্তু সঠিক মনে হয় না। আর্থিক ইয়াত্রে অনেক সময় তাদেরও ব্যবসায়ীর মতো আচরণ করছে দেখা যাচ্ছে। অভিযোগ, এতদিন যা হয়নি এখন নাকি রাজ্য দাবাতেও রাজনীতির রং লেগেছে। রাজ্য দাবার অতীত কতটা তাদের মনে রাখা উচিত বাতিল। এরাছো নাকি রাজ্য দাবা সংস্থা? নাকি রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ? দাবার বিনিময়ে কিছু কিছু ব্যক্তিও বাড়তি সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে বলেও দাবা মহলের দাবি। আসলে এরাছো দাবা



